অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

নূতনচটি বাঁকুড়া

প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক ও মুদ্রক

নয়ন ধর

নালন্দা প্রেস

স্কুলডাঙা বাঁকুড়া

প্রচ্ছদ

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতার জন্য যাঁরা

প্রথম কাব্যগ্রন্থ
সুখের নাম অসুখ

আনৃণ্য ৭ আজীবন ৭ স্মৃতি ৮ ঠিকানা-মা ৮
টেরাকোটা ৯ বিকেল বেলায় ১০ কোন এক বিপ্লবীকে ১০
পাখি ১১ ফুল ১১ অনাবৃত আঙুলে আকাশ ১২ ভাঙা
দেউল ১২ আমি যাব জানিনা কিছুই ১৩ নদী ১৪
যাত্রি নিবাস ১৪ অঘ্রাণের প্রেমের কবিতা ১৫
অহংকার ১৬ বিসর্জন ১৬ যা ছিল সব ১৭ তোর
খেলা সর্বস্ব আমার ১৭ বিসর্জন ১৮ ছেঁড়া ডায়েরী ১৮
বীজ ১৯ কলমিলতা ২০ ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ ২০
সে আমাকে রোজ ২১ বাউল ২২ মধ্যরাতের কবিতা ২৩
আমি গ্রাম ছেড়ে এলে ২৪ ভালোবাসা ২৫ মেলা
ভাঙলে ২৬ সুন্দরের জন্য আজকাল ২৬ জয়দেবের
মেলায় ২৭ শীতের কবিতা ২৭ তুমি অভিমান করলে ২৯
পাখি ২৯ বকুল ৩০ বৃষ্টির বাসিন্দা ৩০ শহরের দূরে
ছবি ৩১ আয়রে পাখি ৩২ জীবন ৩২ চারমুখ :
চারবেলা ৩৩ পথ ৩৩ সম্মুখ সমরে মেঘনাদ ৩৪ ভয় ৩৪
দুঃখ ৩৫ মুরগী লড়াইয়ে ৩৫ ঘাস ফুল ৩৬ ফুল বৃষ্টি
ভালোবাসা ছাড়া ৩৬ আর কতদূর ৩৭ বাইরে বহুকিছু
ভেতরে একাই ৩৭ ঈশ্বর ৩৮ অলৌকিক ৩৮ বয়স ৩৯
ফাঁকা মাঠ জলছবি ৩৯ ঠিকানা কালকূট ৪০ টেরাকোটা
৪১ স্মৃতি নীলকণ্ঠ হিমঝুরি ৪১ অনুরোধ ৪২ জীবন

যাপন ৪৩ কেউ থাকেনা কেউ থাকেনা ৪৩ বিদায় ৪৪
কবি নইলে ৪৫ বৃন্দাবনের সখি ৪৬ ক্ষমা নইলে ৪৮
অতঃপর ৪৮ বিদায় ৪৯ বকুল গাছ ৫০ মৃত্যু ৫১ সময়ের
প্রতি উচ্চারণ ৫২ জলপিপি ৫৩ তবু তুই ৫৩ সবার শেষ
শুরু ৫৪ নারী ৫৪ বালক-১৯৭৬ ৫৪ মানুষ-১৯৭৬ ৫৫
ক্রীতদাস ৫৬ সে রকম নির্জনতা চাই ৫৬ স্মৃতি ৫৭
কবিতা যখন ৫৮ গভীর বনের পাখি ৫৯ ছায়াছবি ৫৯
অষ্টপ্রহর তুমি নারী ৬০ কবি চক্ষু ৬১ রহস্য ৬৮ কবির
নিজস্ব কিছু ৬৯ তুমি জেগে উঠবে বলে ৬৯ পিতা ৭০
প্রতিদিন কবি ৭১ নদী ৭২ নারী ৭৩ কি যেন
চেয়েছি ৭৩ কাঙাল ৭৪ বালক ৭৫ প্রেম ৭৬ বিষাদ ৭৬
তোমার জন্য দুই ৭৭ মৃত্যু ৭৮ ইঙ্গিত মাত্র ৭৮ এইসব
নিজস্বতা ৭৯ দৃশ্য ৮০ যখন তখন প্রস্তুতি বিহীন ৮০
ফেরা ৮১ ভ্রম ৮১ যে জেনেছে চুম্বনের স্বাদ ৮২ দহন ৮৩
খোদিত ৮৩ একা ৮৪ তোমার উপমা ৮৪ বিরুদ্ধাচরণ
৮৫ বৃষ্টি বৃষ্টি ৮৫ অরণ্য ঘাস কিম্বা মানুষ ৮৬ ঝিল্লীর
জন্য-এক ৮৬ ঝিল্লীর জন্য-দুই ৮৭ তাঁকে ৮৭ প্রসন্ন দক্ষিণা
৮৮ পরিচয় ৮৯ বুকের ভিতর ৯০ তোমার জন্য—এক ৯০
নদী কিম্বা নারী ৯১ তুমি ৯২ এইবার ৯২ লোকটা ৯৩
অশ্বমেধের ঘোড়া ৯৪ বসন্ত ৯৫ নিশ্চিত একদিন ৯৬

আনৃণ্য

সন্ধ্যেবেলায় পায়ের বেড়ি খুলে
উড়িয়ে দিলাম পাখি
আকাশ ছুঁয়ে মেল্‌ল ডানা দূরে
মন ছুঁই ছুঁই ফাঁকি

যা পাখি তোর এই বেলা শেষ বেলা
আসিস না আর শেষ করেছি খেলা

আজীবন

সুখ বলতে মুঠোখানিক ধুলো
দিন বলতে পায়রা পায়রা হাতে
উড়িয়ে দিলেই নেই
রাত বললে রাত মানে জল জল
দু'চোখ কাঁপা ভুরুর সৈকতে
ভেঙে পড়ছে পাড়
ভুল বলতে একপায়ে দিনরাত
দাঁড়িয়ে থাকা চলতি চলাচলে
সুখের পাহারায়
ভালোবাসার নারী বলতে জানি
আলতা দু'পা সবুজ শাড়ী আঁকা
ঘাসের কাছাকাছি
সুখ মানে সেই মুঠোখানিক ধুলো
পূর্ণ বললে ফাঁকা তেপান্তর
নয়তো আকাশ দুঃখ ভালোবাসা

স্মৃতি

[দেবকুমার বসু শ্রদ্ধাভাজনেষু]

জানালার পাশে সারা দুপুরের ভয়
দুহাতে ছড়ানো আকাশে আকাশে ভুল
এ জীবন মানে জীবনের যত ক্ষয়
সহসা কখন এলোমেলো দু'পা চুল

মরণের মত মরমের ভীরু কথা
পুরাতন মাটি চোখের ভিতরে ঘুম
সারাদিন শুধু হয়রান নীরবতা
সবাই ফিরেছে ফেরে নাই মরশুম

ঠিকানা — মা

আমি বহুদিন বাইরে রয়েছি একা
কোথাকার সেই উদাস বয়সী ছেলে
হঠাৎ এসেছি ঠিকানা বিহীন লেখা
চিঠির মতই উঠোন দুয়ার ফেলে

ছোলাডাঙা গ্রাম আলপথ সরু নদী
কিশোর রঙিন প্রজাপতি খুশী সুখ
কারা যেন ছিল তারা ডাক দেয় যদি
তবুও পড়েনা মনে ভুলে যাই মুখ

এখানে শহর দুরন্ত ঝাপটায়
ভাঙে সারাদিন লোহার শরীরে রাত
টানটান খিদে দুচোখের ভাবনায়
রক্ত আছে কি রেখাহীন দুটি হাত

বটতলা ছিল পোড়োবাড়ি ভালো ছিল
কারা চুরি করে নিয়ে গেছে ঘুম হাসি
ফড়িঙ এখানে কাঁপেনা কারা যে নিল
চুরি করে সেই ঘুঘুর দুপুর বাঁশী

এখানে শুধুই হাহাকার ঘরবাড়ি
কেউ যেন নয় চেনাশোনা ভালোবাসা
বড় একা থাকি সময়ের কাড়াকাড়ি
ভুলে গেছি মাগো আকাশের মত হাসা

টেরাকোটা

মাটির ভেতরে মাটি দুঃখের ভিতরে দুঃখ রক্তস্নাত বীজ
আত্মহননের তীব্র বলাৎকার ক্ষোভ অভিমান
অবাধ্য স্মৃতির মুখ
নিষিদ্ধ সন্ধ্যার ভীরু পথ
যা কিছু শব্দের ছোঁয়া ঘরের দাওয়ায় ওড়ে ছাই

দেয়ালে বাঁধানো ছবি চোখের পাতায় জলরঙ
ঝিনুক কুড়ানো নেশা খোয়াই'এ রাত্তির ঝরা ঘুম
নিঃসঙ্গ ছায়ার মুখ
বিসর্জিত অহংকার
তবু
মাটি কাঁপে এইসব টেরাকোটা ছড়ানো ছিটানো

বিকেল বেলায়

বাড়ির ভিতরে শুধু পোড়োবাড়ি
ভিতরে শুধুই হলুদ গন্ধ
মরা প্রজাপতি রঙ ভাঙা রোদ
বাহির দুয়ার হয়েছে বন্ধ

খিলতোলা বুক নীল অরণ্য
শ্মশানের পাশে নির্জন হাত
দুচোখের মাঝে আকাশ অন্য
তবু কেউ বুকে করে করাঘাত

নিছক মাটির বানানো মূর্তি
তাতে ঢের ভুল বয়স হোল
সবাই বলেছে শান্ত দুপুর
খাঁ খাঁ হাওয়া এই দরজা খোল

তবুও কিশোরী যদি টিপ আঁকে
বাঁধ খুলে দেয় নিজের খেলায়
এই স্থির জল সহজে আবার
বয়ে যেতে পারে বিকেল বেলায়

কোন এক বিপ্লবীকে

তখন আমরাই হাতের শিকল বানিয়েছি কেউ
কারাগারের দরজা কেউ কালো ঘর
সেদিন তোমার মৃত্যুও হয়েছে আমাদেরই
গুলি ও বারুদে

তাই এখন ক্ষমা চাইছি নতজানু
সমগ্র মানুষের হয়ে ক্ষমা কর

এবার তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে
আমরা এনেছি-ফুল
কাঠের কফিন
কবরের জন্য আদিগন্ত মাঠ ও জোছনা
আমরা খুঁড়ব মাটি আমাদের হাত
সূর্য উঠলে ছুঁয়ে থাকবে প্রতিদিন
মাটিতে বিলিয়ে দেওয়া তোমার দেহ

পাখি

পাখির পালকে কিছু কথা ছিল আকাশ ছোঁয়ার
কিম্বা যাওয়ার ছিল কোন এক অহংকারী বন
তবুও গ্রীষ্মের মত অসংযমী তাপের খরচে
আমাদের শীতলতা কারোর ছিল না আজো নেই

আমরা পাখিকে ডাকি পাখি বলে
আকাশ কিম্বা কোন পরিপূর্ণ বন সেকথা বলেনা
সেখানে পাখির নাম অপরূপ নির্জন নির্জন

ফুল

অনেক কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে দেখে
বয়সে অল্প একটি মেয়ে
একটু ওপরে চোখ যেন চোখ রাঙাবে এমনি আদরে
গাছকে বলল ডেকে কে তোমাকে ফুল ফোটাতে বলে

ডালপালা নেড়ে গাছ অকস্মাৎ হাওয়ার মাতনে
আকাশকে আলো করে বলল খুকী
মনে নেই স্বপ্নে কাল তুমিই ফুটেছ ফুল হয়ে

অনাবৃত আঙুলে আকাশ

নিজের নিয়মে এসে নারীরা নিজেই থেমে যায়
ফিরে যায় অনায়াসে অনেক কৌতুক পড়ে থাকে
মৃৎপাত্রে ভাঙারঙ ঝিনুক কুড়ানো নেশা শেষে
সমর্থ শরীর নিয়ে খেলা করে গোপন ছায়ায

না হয় শব্দের জন্য নয়ত বা বয়সে সময়ে
সেই প্রিয় যুবতীর পুরানো নিঃশ্বাস ঘেরা দ্বীপে
একটি যুবক আজো জেগে থাকে
অনাবৃত আঙুলে আকাশ

ভাঙা দেউল

এখন আমার রাত বিরেতে একলা জাগা নিজের নদী
পাথর ছুঁয়ে হাজার চরে জলের পাড়ে শিকড় বাকড়
ভাঙা মাটির আঘ্রাণে বুক শব্দ ছোঁয়া নিরবধি
ইঁটের পাঁজা পোড়োবাড়ির রাতের হাওয়া পোকামাকড়
ধূসর আকাশ শীতের রৌদ্র ফড়িঙ কাঁপা স্থবির হাসি
এই আছে এই নিজের দলিল এখন আমার পাশাপাশি

সহজ ঘাসের দুধারে সব উদোম গাছের ল্যাংটো পাতা
ফুল ফোটানোর স্বচ্ছ রোদে জলের নীচে মাছের খেলা
কোন নিয়মে গাছগাছালি উঠছে বেড়ে ব্যাঙের ছাতা
শ্যামলা রঙে খয়েরী টিপে কিশোরী আসে রঙিন বেলা
এর মাঝে এই বাঁচব আমি একতারা ফুল একলা বাউল
জাগছে বুকে দিনরাত্তির তোমরা বল ভাঙা দেউল

আমি যার জানিনা কিছুই

যে আমার সব জানে আমি তার কতটুকু জানি
কিছুই জানিনা নিত্য অবক্ষয়ে দিন সব গেছে তো গেছেই
অথচ এই যে তার পথ থেকে ঘাস হয়ে উঠে আসা রোজ
একটি নিঃসঙ্গ মানুষ কেঁদে যায় গভীরে গভীরে
প্রতিদিন একা একা তার কোন কথাই জানিনা
কিন্তু সে সব জানে আমি কার জ্যোৎস্নার শরীরে
হাত রেখে মূলধন নিয়েছি সহসা কার বয়স সরিয়ে
অকস্মাৎ চুরি করে নিয়েছি সময় কার দেহ খান খান
অশ্বখুরে উড়িয়েছি ধূলো কোন ঋতুর আদর ছোঁয়া হাতে
ঝরিয়েছি সমারোহে শস্যভরা মৃদু অহংকার
তখনো সে স্থির ছিল অন্ধকারে স্থির ভাবনায়
অথচ তবুও তার পটভূমি চালচিত্র ভেসে যায় ভেসে গেলে কেন
জানিনি দেখিনি তাকে একা একা সেই দুঃখে জেগেছিল রাত

হঠাৎ কেঁপেছে মাটি একদিন দুইধারে টিকে থাকা পাড
কখন গিয়েছে ভেঙ্গে অবাক নদীর জলস্রোত
প্রায় স্থির শামুকেরা কোটরে রেখেছে মুখ মাছেব মন্দিরা
পাথনায় গেছে থেমে এদিকে আমার
চোখ থেকে মুখ থেকে বুক হয়ে সমস্ত শরীরে
শারিরীক ধ্বস নামে একে একে পড়ে গেছে বেলা

এখন স্পষ্ট শুনি সে কাঁদে নির্জনে বসে সারাটা দুপুর
নিজের ভিতরে বসে আমার সে সব জানে আমি তার জানিনা কিছুই

নদী

সে এক আশ্চর্য্য নদী বর্ষার জলে
তার জল বাড়ে না আদৌ
দুকূল ভাঙানো ঘন অন্ধকার সময় সরিয়ে
তার ঢেউ আসে শুধু দুখের বিকেলে

তার খুব কাছাকাছি কানামাছি খেলে দুই বেলা
দিন আর রাত
শব্দের প্রপাত ভাঙে ভ্রমরের ডানা
আকাশ চুঁইয়ে পড়ে নীলাভ শূন্যতা
তাব কাছে প্রশ্ন রেখেছিল এ' যুবক
কি তোমার নাম

বুদ্‌বুদ ভেঙে এক নরম বাতাস
খেলেছিল দশ দিকে তার
পুরানো নিঃশ্বাসে থেমে অকস্মাৎ বলেছিল
আমি ভালোবাসা

রাত্রি নিবাস

এখন শুধু রাত্রি নিবাস পথের আকাশ পাহাড়তলি
সারা সকাল বুক ভেঙেছে ভাঙতে হাজার অন্ধগলি
দিনের বাতাস তপ্তবালি রোদ্দুরে মুখ পোড়োমাটি
খোয়াই জুড়ে ছেঁড়ামাটির বুক ভাঙা বুক বসতবাটি

যা সব ছিল নিজের দেয়াল জলচৌকি পটের আঁকা
বাগানবাড়ি পদ্মপুকুর পাতার আগল মাঠের খাঁ খাঁ
দিন বেসাতি ছেলেবেলার রঙিন ঘুড়ি ঠাকুর বাড়ি
সময় বুঝে করল চুরি বয়স এসে করল আড়ি

যা ছিল সব নীলকণ্ঠী শরতকালীন ফুল কিশোরী
গল্প বলা গাছের হাসি ঝর্ণাতলা ফাগুন হোরি
টেরাকোটার হাজার ছবি চালচিত্র বিকেল বেলা
হলুদ হল উঠোন বাগান প্রথম বয়স পুতুল খেলা
এখন বুঝি একলা বুকের ভুল ভাঙা ভুল সারা দিনের
রইল পড়ে রাত্রি নিবাস পাহাড়তলি একলা নিজের

অঘ্রাণের প্রেমের কবিতা

হঠাৎ এখন সন্ধ্যেবেলা দিনের মরাঘাস
জাগলে মরা খালের হাজার ছায়ার বসবাস
বলবে কথা পুরানো যত হাল্কামাটি হাঁটা
পথের পাথর লজ্জাতে রাত তেমনি চোরকাঁটা

তুই তো পারিস শালিক হয়ে একলা বালি ছুঁয়ে
সারাদিনের ভুল থামাতে পথের বাতাস নুয়ে
পড়লে হাজার দুয়ার খুলে বুক ভাঙা বুক খুঁজে
একটি কথার শস্য দিয়ে খোঁপায় অশোক গুঁজে
আগের মত আমার মাঝে আমাকে ফের গড়া
বলতে পারিস হলুদ রঙের ঘুম পাড়ানি ছড়া

তুইতো একা হাত বাড়িয়ে রাতের কথা বলে
ফিরিয়ে দিতে কবির আকাশ পারিস চলাচলে
অবাক মেয়ে রাত্তিরে তুই নিজের ভিতর নিজে
কখন যেন উঠিস কেঁদে চোখের পাতা ভিজে
আবার যদি একলা আমি চতুর্দিকে হাসি
উঠোন জুড়ে তখন দেখি আমার পাশাপাশি
তোর সে কালো চুলের বেণী খাচ্ছে লুটোপুটি
এঘর ছুঁয়ে ওঘরে যাস শরীরে খুনসুটি
ছড়িয়ে দিয়ে রাঙিয়ে দিস বিবর্ণ চৌকাঠ
এবার কবে শরীর ভেঙে দেখাবি সারা মাঠ

অহংকার

তোমাকে পেতেই হবে এরকম সংস্কারে বিশ্বাসী নই
না পেলেও চলে যাবে যেমন চলেছে এতদিন
আমার অহংকার শুধু আমার কাছেই

আমি আকাশ নক্ষত্র পাখি নদী ও মাটিকে
যেন ডেকে বলে যেতে পারি তোমাকে দেখেছি

না পেলে চলবে না এরকম জেদী নই
সে রকম বয়সও হারায়

তোমাকে যে ভাবে দেখি
সে দেখাতো নিজেকেই দেখা বেশী যোগ্য করে তোলা
তুমি এলে উঠোনে কাঁপবে রোদ
চলে গেলে রাত্রির মৃত চাঁদ
তাতেই সমগ্র পাওয়া তাতেই রইবে ঋণশোধ

বিসর্জন

এরকম ভাবে খুব স্বাভাবিক সারাটা আকাশ জুড়ে মেঘ জমে
অর্থাৎ বর্ষা এসে যায় প্রায় অবধি

বৃষ্টি পড়ে ঘনঘোর রাত
বৃষ্টি বাড়ে শব্দে শব্দে বাজে নির্ঘুম স্মৃতি

অনেক বছর আগে যার সাথে চেনাশোনা ছিল
ক্রমশঃ পরাণভরে সেই বুঝি সোনার পুতুল হয়ে নাচে
সে আসে বৃষ্টির ছাঁটে ফিরে যায় রাত্রির জলে

যাবার সময় তার রাতুল চরণ ভিজে ওঠে
বর্ষার জলে তার ধুয়ে যায় আলতার রঙ
তারপর শব্দের প্রপাতে শুধু বেড়ে ওঠে নীরব ভাসান

যা ছিল সব

যা ছিল সব সহজ দুয়ার হাল্কা মাটি বাতাস কাঁপা
লালমাটি ফুল বুকের খুশী হাসির মেয়ে কনক চাঁপা
পলকা বেলা গাছের পাতা কলমিলতা এলোমেলো
এমন সময় একা একাই বুকের মাঝে বৃষ্টি এলো

পুরানোকড়ি ফণি মনসা উঠোনজুড়ে শব্দ নেশা
ভাঙা মাটির বসতবাটি মাছের কাঁটা মেলামেশা
দোলনা দড়ি আবহমানের নির্গমনের অবহেলা
যখন ছিল তখনি ঠিক বৃষ্টি এলো দুপুর বেলা

দূর সিগন্যাল বহুদূরের আকাশ ছুঁয়ে পাখির ফেরা
নদীর নিয়ম চিহ্ন আঁকা গাছ গাছালি শস্যঘেরা
স্বচ্ছ স্বভাব হাজার দুয়ার রইলনা কেউ সন্ধ্যেবেলা
বিছনা জুড়ে নীল শবাধার রইল পড়ে বৃষ্টি খেলা

তোর খেলা সর্বস্ব আমার

তুই যে ঠকিয়ে নিলি সর্বস্ব আমার
শর্ত কি এই ছিল বল
কথা ছিল চোখ দিয়ে নবান্ন গন্ধের
শব্দ দিয়ে ফিরে দিবি সর্বস্ব আমার

কার জন্য যুদ্ধ বল যুদ্ধ কি এই
মৃত্যুকে থামিয়ে রাখা হাত দিয়ে
বিকেল গড়ালে কিছুক্ষণ
আমি তো শুধুই বুঝি যুদ্ধ মানে জীবন যাপন

বিড়াল খেয়েছে রাত্রি দুধের আড়ালে
ইঁদুর ঘিরেছে মাটি বেপাড়ার আকাশ সরিয়ে
রমণী রমণ একে অন্ধকারে দুচোখ বাজালে
নিজের সাহস দেখি কাকতাড়ুয়া হয়ে
আলের কানাচে পড়ে রয়

বল তবে কেন তুই ইরাণী মেয়ের
সর্বনাশা দৃষ্টি তুলে চকমকি আগুন কুড়িয়ে
দ্রুত পায়ে দ্রুত হেঁটে গেলি
কোনখানে লেখা ছিল বল
যুদ্ধ মানে খেলা ভেঙে ফের খেলা ভাঙা

বিসর্জন

পাহাড় কোলে ছটফটিয়ে যেই ফুটল ফুল
ওমনি মাটি আকাশ কাঁপা সমস্ত দিক ভুল
সন্ধ্যা তবু এলোমেলো নৈঋতে অগ্নিতে
জাগল হাওয়া বহুদিনের পুরানো স্মৃতিতে
হঠাৎ দেখি বৃষ্টিপাতে যখনই রাত শুরু
বুকের মাঝে বিসর্জনের বাজনা গুরু গুরু

ছেঁড়া ডায়েরী

এক একটি বিকেল আসে এমন
যখন সব কিছু হঠাৎ বাউল
ধানের ক্ষেত আলের ঘাসে হারিয়ে যায় বুক

এক একটি পাখি ডাকে এমন
বুকের মধ্যে মাঠময় পালক ঝরে যেন খড়
সারাটা দুপুর ডেকে উঠলেও সব চুপচাপ

এক একটি হাঁস ঘরে না ফিরে এলে
সমস্ত বাঁশবন হলুদ হয়ে যায়
পাতা কাঁপে না
শুধু ছায়া আর ছায়া
এক একবার একা একটি নারী
হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে
ঘুমিয়ে পড়ে আমার ঘরবাড়ি
আমাকে বলেও না একবার

বীজ

দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে কেন এবার কথা শোন
দিনরাত্তির কাঁদবি যদি চলেই যাবো কোন
দূরের দেশে পাবিনা খুঁজে আর দেবনা সাড়া
ওরে সোনা মাণিক আমার ভাত রয়েছে বাড়া

বাবা যে তোর ধানের মাঠে কোথায় পাবি দেখা
বৃষ্টিতে তার হয়না কিছু এমনি একা একা
ভিজলে অসুখ হয়না খোকা সন্ধ্যে হয় হয়
এখনো কি দুয়ার ধরে অভুক্ত কেউ রয়

আয়রে সোনা লক্ষ্মী ছেলে এবার খেয়ে নে
নইলে বাবা রাগ করবে শুনলে কি জন্যে
এইটুকু এই দুষ্টু ছেলে ভাত খায়নি সে
নিজের জেদে দাঁড়িয়ে ছিল কি এক সাহসে
বলছে যাবে মহাজনের খামার থেকে ধান
আনবে টেনে বাবার বোনা এমনি অভিমান

পারিস যদি তাই হবেরে সেই আশাতে আছি
লক্ষ্মী সোনা মাণিক আমার ভাতে পড়ছে মাছি

উদ্ভিদ

কলমিলতা

সেদিন ছিলি ছোট্ট মেয়ে এইটুকু একলা
বাগান মাটি আকাশ পাতা নিয়েই যে খেলা
ছিলরে তোর তিরতিরিয়ে সেগুন বনে দিন
কাটত যে কি আপন বেগে ছিলিরে রঙিন

যেই বলেছি এই মেয়েটা ছোট্ট খুকু শোন
তুই বলেছিস মোটেই ছোট নই আমি এখোন
অনেক বড় দেখছ নাকি ফুলগাছে ফুল ছুঁই
হাত বাড়িয়ে আমি অবাক দূরের ছিলি তুই

এখন দেখি অনেক কাছে ডাকলে দূরে দূরে
নাম না জানা ভাবনা চোখে বেড়াস ঘুরে ঘুরে
হঠাৎ যখন কাল বলেছি অনেক বড় হলি
ওমনি লজ্জা চোখের পাতা আঙুল চাঁপা কলি

কলমিলতা লক্ষ্মীমেয়ে আমার মাথা খা
কোথায় পেলি রঙিন শাড়ী আমায় বলে যা

ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ

ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ রক্তপাত ঘটে যায় বুকে
নদীর গভীরে জল জলের গভীরে বাড়ে শীত
সরীসৃপ দেহ কাঁপে বালির আগুনে পোড়ে ঋতু
নরম ঘাসের স্বপ্ন শালফুল ঝিনুকের নেশা
শ্বেতাভ ফেনার দিক অন্ধকারে ফসফরাস শাড়ীর আঁচল
লালপথ ঢাকা পড়ে রোদের আলাপ ভেঙে যায়
বয়স বিকিয়ে কেউ একা একা কাঁপতে থাকে খেজুর পাতায়

সে আমাকে রোজ

সে আমাকে রোজ ডেকে নিয়ে যায়
আমি তাকে স্থির হতে বলি
রক্তের গভীর অব্দি সে হাত নামিয়ে
তুলে আনে আশ্চর্য্য এক নীল নুড়ি
যার গায়ে ছটফটিয়ে ওঠে জ্যোৎস্না যেন ভালোবাসা
এক বোশেখ আকাঙ্খা
বৃষ্টির জন্য ঘুরে ফিরে অহংকারী হতে থাকে
আমি তাকে স্থির হতে বলি
সে আমার পাঁজরায় নখ দিয়ে গেঁথে দেয় সময় রাত্তির
আমার চোখ ঢেকে বলে কোথায় পালাবে
এই অরণ্যের কোন অন্তর্বাস নেই
তবুও অবাক
আমি যদি কি জানি কোথাও শেষ হতে থাকি
সে আমার পায়ের পাতায় ঘাস বিছিয়ে দেয়
এনে দেয় নিঃশ্বাসের জন্য স্মৃতি ও বিশ্রামের জন্য হাহাকার
তাকে বলি
একবার স্থির হও মুখ দেখি
তৎক্ষণাৎ সাতশ সূর্য্যের মত খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে
প্রেমের মত টান মারে বুকের মাঝ বরাবর
যেখানে সারা আকাশ অন্ধকারে
একটি চাঁদ কেমন অপলক আনন্দে টলমল

হঠাৎ সারা মাঠের দীর্ঘতায়
একটি খেজুরের পাতা একা কাঁপতে থাকলে পাশেই
একটি আবরণহীন অভ্রের উজ্জ্বলতায় মনে পড়ে
সে আমাকে ডেকে আনে রোজ

একুশ

বাউল

কতদূর যেতে হবে আলপথ ঠিকানা বলে না
জানে না বলেই তাকে বের হতে হয়
ভীষণ আক্রোশগুলি অনায়াসে ফেলে যায় যেন ভাঙা মাটি

হাতে একতারা তার পরণে গেরুয়া
বুকে দীর্ঘ এক আকাশ পাখিদের ডানার পালক
কোথাও কে আছে বুঝি যার হাতে সেগুনের পাতা বেড়ে ও.
ঘরবাড়ি যেন মৃত অভ্র কিম্বা ঝরে পড়া বৃষ্টি নিমফুল

ডাকে শুধু গাঙচিল দূর দ্বীপে সিম্বুগাছে হাওয়া
এমনি অবাক চোখে সে খোঁজে দূরের কাকে যার ভালোবা .।
ভোর হয়ে প্রতিদিন বুক ছুঁয়ে যায়
যার চোখে সহজ স্বভাবে ফোটে ফুল
মাছ ফেরে জলের গভীরে

তার জন্য ঘর ছাড়া বুঝি
পথে রোদ লালধুলো। বাবলার কাঁটা
যখন অনেক রাত শুধুমাত্র হাঁটা
শুভ্র জ্যোৎস্নার মধ্যে কে জানে কখন
একতারা বেজে ওঠে বাউলের গান
দিগন্ত ছাপিয়ে যায় বনে বনে চৈত্রের রাতে

আমের বউল থেকে টুপটাপ গন্ধ ঝরে পড়ে

মধ্যরাতের কবিতা

এক এইখানে সেই হৃদয় ছিল
এইখানে সেই ভয়
সারাটা দিন যখন তখন
রঙিন অপচয়
যদিও ঘোড়া ক্ষুর তুলেছে
মাটির মৃদুঘাস
মরুভূমির ক্ষয়ের মাঝে
ছায়ার বসবাস

দুই সহসা সন্ধ্যের মুখে
বিপদেরা দলবেঁধে জল খেতে আসে
রাত্রি হলেই
সময় চরাতে যায় স্মৃতির শাবক
অন্ধকার পিঠে নিয়ে একপাল পাহাড় সরিযে
হাওয়ার বাচ্চারা নামে শস্যক্ষেতে
লুটপাট করে নেয় পাখির পালক
ছত্রিচ্ছিন্ন করে যায় শিশির রাত্রির

তিন কখন বেরিয়ে পথে গভীর রাত্রিতে
আবছা ছায়ায়
নিজেকে চুরির দায়ে ধরা পড়ে গেলে
অকস্মাৎ কেউ যেন বলে ওঠে এইতো অরুণ

চার গভীর ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে
ফস্কে গেলে জলজ যৌবন
রত্নার নাম নিয়ে বালিশেরা করে কানাকানি
একটি বৈশাখ যেন একশো হলে স্তনের আলাপে
অলৌকিক পোষ্টম্যান হঠাৎ শরীরে
পৌঁছে যায় কড়া নাড়ে অরুণের নামে

পাঁচ কি রাখো বৃষ্টির মধ্যে সে কি ভুল পাপ
কাকে দেবে বলে দৃষ্টি পাখি ভেবে ছেড়ে দাও বনে
সে পাখি আমার ঘরে দিনরাত জল খুঁটে খায়
আমার শরীর থেকে শস্য নিয়ে বেড়ে ওঠ তুমি
অথচ আমার জন্য তুলে রাখো
দস্যুর মতন ঋণ ছায়াভর্ত্তি বাকী পরবাস

ছয় সারাটা দিন
এঘর থেকে ওঘর থেকে এঘর
যার পীরিতে ঘর ভাঙা ঘর
সেই হয়েছে পর

সারাটা রাত
যখন তখন পায়ের নীচে কাঁচ
ঘুমের মধ্যে কার সে দুহাত
নাচায় পুতুল নাচ

আমি গ্রাম ছেড়ে এলে

আমি গ্রাম ছেড়ে এলে
হলুদ টগর ফুল ফোটাতে ভুলে যায়
গমের ক্ষেতে রোদ্দুর এক সময় একলাই
ভুলে যায় রোদ ঢালতে গাছের শরীরে
শালিখের ঠোঁট
থেমে যায় সেগুন চারাতে

আমি গ্রাম ছাড়লেই
এগিয়ে দিতে আসা কুকুরটির চোখে জল
পথের ওপর ভীড় করে পাতা

পুকুরের জলে কার ছায়া বড় ম্লান
খাঁ খাঁ মাঠের মত চুপচাপ বড় ভীরু
বুড়ো চৌকীদার
না ঘুমিয়ে উঠে আসে খোয়াই পেরিয়ে

আমি গ্রাম ছেড়ে এলেই
গল্প শেষ ভেবে
নটে গাছটি কেবল মুড়োতেই থাকে সারারাত

ভালোবাসা

আমাকে ঘুমের থেকে তুলে নিয়ে যাও
তুমি হাত রাখো আমার চিবুকে
আমি দুঃখ ভুলে যাই
আমাকে আদর কর তুমি
বৃষ্টির বকুল হয়ে ছড়িয়ে থাকো সারাটা পথ
ঘাস হয়ে বেড়ে ওঠ আমার স্মৃতিতে

পথের ওপরে পাতা
পাতার ওপরে কাঁপা রোদ দুপুরের চিল
চৈতের খাঁ খাঁ মাঠ শালফুল মরা নদী জল
আমি কতদূরে
তুমি আঙুল দিয়ে তুলে নাও সারা জ্বর
নীল অভিমান দুটি ঠোঁট কাঁপে
সব কষ্ট ভুলে যাই
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে ঘুঘুর দুপুর ভালোবাসা
ভালোবাসার কোন বিকল্প নেই

মেলা ভাঙলে

মেলাব ভীড় দোকান পাতি শালের ঠোঙা মালা
বাউল একা ফুলের দানি চড়ক আলো জ্বালা
একচালা ঘর হাজার সুখে মেয়েরা ফিরে হাঁটে
সন্ধ্যা ভীরু হঠাৎ মুখে হঠাৎ ছড়া কাটে
কারোর চোখ পায়ের পাতা মুখর কোন কথা
কারোর হাত ফুলতোলা নীল চুড়ির নীরবতা
একলা বেলা ভয় পেয়ে যায় আকাশ চেয়ে চেয়ে
সরায় রাত বাতাস শূন্য পেয়ালা যায় খেয়ে
ল্যাংটো ছেলে ভিখ পায়না শহর কানাগলি
দেখলে চেনা যাবেই এমন বেশ্যাগানেব কলি
দুঠোঁটে রঙ শরীর ভরা বয়স দিয়ে ফেলে
সবার শেষ বেহুঁশ মাতাল নিজেকে ফেলে গেলে
মেলার ঝিঁ ঝিঁ অরুণ হাতে একলা ঘরে ফিরি
বেবাক রাত নিজেকে খুলে নিজের হারা কিরি

সুন্দরের জন্য আজকাল

একটি সুন্দর সন্ধ্যার জন্য
আবক্ষ আনত হয়েছি বহুবার
কতদিন ফড়িঙের ডানায় ডানায়
পার হয়েছি মাঠ ভাঙাপুল তবু
কেউ কথা বলেনি
কেউ দরজায় হাত রাখলোনা বাইরে দাঁড়িয়ে
একটি সুন্দর স্মৃতির জন্য আজকাল
নদী হয়ে বালি থেকে ঘাস থেকে
রাত হয়ে মৃত্যু অব্দি হেঁটে চলে গেলে
ফেরার সময় একা একা
মধ্যরাতে জ্যোৎস্নাতেও ফিরতে ভয় হয়

জয়দেবের মেলায়

ধুলোর মধ্যে পা রাখতে রাখতে রাত্তির
অজয় তেমনি নদী
নদীর নিয়মে
ভুলেছিল কি কি ছিল কোন সংগোপনে
এমনি আকাশে দেখেছি রাত্তির
অন্ধকার ঢুকে পড়ে রোমকূপে
বিস্তৃত ভাসান দীর্ঘ চরাচর শীত
মৃত চাঁদ চোখের অরণ্যে ভীরু হাওয়া

তবুও হঠাৎ
এক সময় জেগে উঠলে শরীরের সাপ
তারো দূরে বাউলের গানে
বৈষ্ণবীর ছায়া দীর্ঘতর হলে
অতঃপর শেষরাতে
আমি একা চতুর্দিকে ভয়ংকর ভয়

যখন নিটোল কাঁচ
এবং বুকের মধ্যে হীরে
যখন রক্তপাতের শব্দ ভয়াবহ
তখন শেষবারের মত
একটি বাউলের কাছে একবার
একতারা শুধু মাত্র ছুঁতে চেয়েছিলাম

শীতের কবিতা

উল কাঁটা নিয়ে নরম খেয়ালী রোদে
শীত বুনে যায় ঘাসের সহজ বুক
পাতা ঝরে যায় পোড়োবাড়ি ছায়া ছায়া
রেল লাইনের হাওয়া একা যায় ফিরে

দিনের পালক উড়ে গেছে কোন বনে
শালফুল ভাবে ফুটবে কি ফুটবেনা
খেজুরের কাঁটা ঘুঘুকে গিয়েছে ডেকে
দাঁড়কাক ডাকে বয়সের সন্ধ্যায়

রোদের রেশম উত্তাপ আলোছায়া
ফেলে যায় বটতলার করুণ রাতে
ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি ইরাণী মেয়ের ঘরে
ঘুম পেয়ে যায় অন্ধকারের ঠোঁট

কে ছিল ছিলনা নিয়মের ঢালু পথে
কালো জলে কার মুখ ভেসে গিয়েছিল
চুল খুলে কার পাশের গাছেরা জাগে
তার ভালোবাসা সুখ এঁকে যায় চোখে

অসুখের দিনে সারা দুপুরের ভয়
গায়েব জামায় ওড়ে অসুখের মাছি
তবুও হঠাৎ কেউ পিছু ডেকে গেলে
ভালোবাসা পাওয়া অহংকারের দিন

পায়রার টবে জ্যোৎস্নারা ভেসে গেলে
মরা বাগানের ইঁদুরেরা ফিরে যায়
তবুও হাজার দুয়ারের যত স্মৃতি
চিবুকের কাছে নিয়ে আসে ভালোবাসা

বন্ধুরা যারা দূরে গিয়েছিল তারা
ফিরলোনা আর দুয়ারে দিল না ডাক
পুরানো কপাটে শব্দ শুনলে উঠি
কেউ বলে যায় অরুণ ঘুমুলে নাকি

তুমি অভিমান করলে

তুমি অভিমান করলে আমি বৃষ্টি হয়ে যাই
ঝরে যায় গাছের বকুল
সারারাত ছায়া সরে
ফিসফিস শব্দে কার ঘুম ভেঙে যায়
বাতাসে তখন একা একা সারেঙ্গীর সুর
আমার শৈশব হয়ে কেঁদে ওঠে একা মৃত চাঁদ
শব্দের সংসারে বাড়ে কোলাহল ভয়
নষ্ট হয় ঋতু ও সময়

তুমি অভিমান করলে আমি
ঢেকে ফেলি আকাশ বকুল

পাখি

আমার সঙ্গে কে
সারাটা দিন ঝুমুর ঝুমুর
নূপুর বাজাস যে

কপাট খুলে রাখ
বকুলবালা ঝমঝমিয়ে
ফুলের কুঁড়ি মাখ

দিন কুড়িয়ে ফের
বয়স শুধু বুড়িয়ে এল
সন্ধ্যে হল ঢের

সকাল বেলার পাখি
আর কেন তুই মুখ ফিরিয়ে
আমায় নিবি নাকি

বকুল

সারাটা পথ বিছিয়ে তুই
পড়ে থাকিস একলা সকালে
এত অভিমান
আমি পা ফেলতে ভুলে যাই

দীর্ঘ মাঝরাত জুড়ে বৃষ্টি
আকাশ উপুড় করা হাওয়া
কি নামে ডেকেছে ভিজে মাটি
ঝরে পড়লি ঘাসের ওপর

অথচ সারা সন্ধ্যেরাত
আমার দুঃখ হয়ে ফুটেছিলি
শুদ্ধ ভালোবাসা তুই বকুল বকুল

বৃষ্টির বাসিন্দা

চোখ খুললে ধূসর বিকেল
ঘরে বাইরে শুধু বাবলার ছায়া
তখন অবাক
হঠাৎ এমন করে নেমে এলি
প্রথম বৃষ্টির মত তুই
লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল
ছটফটিয়ে বলে উঠল কথা

আটুপাটু ফলসার গাছ
স্নান সেরে নিলে
আকাশের মত এক নিকট আকাশ
বৃষ্টির বাসিন্দা তুই নেমে এলি

অথচ আমি কি
পুকুরের মাঝজল হয়ে বৃষ্টি ধরে রাখতে পারি
না জানিয়ে চলে এলি
এমন চৈত্রের শেষে
তোকে আমি কোথায় বসাই

শহরের দূরে ছবি

অজস্র রোদ আলপথ সরু নদী
ডাক দিয়ে যায় ছিন্নভিন্ন বুকে
সাধের সময় দূর্বাঘাসের ছড়া
খেজুরের ফুল কৃষ্ণচূড়ার রঙ
বার বার ফিরে ঘরের বাইরে ঘরে
নিয়ে যায় বাগে গভীর আদরে সুখ
সখের শহরে প্রয়োজন কাড়াকাড়ি
বড় কোলাহল অনেক অজানা আড়ি
নিজের ভেতরে ঢাকা পড়ে যায় নিজে
অথচ তখনো ছায়াছায়া ভালোবাসা
সবুজ শিয়রে শৈশব কৈশোর
চোখে এঁকে নীল স্বপ্নের কাঁপা রাত
চুপি চুপি ডাকে বাঁকুড়ার প্রিয় গ্রাম
চতুর্দিকের এমন ছবির পটে
সেগুনের শাখা শালের সহজ স্মৃতি
বুক ভরে থাকে চোখ ভরে থাকে দূরে
শুধু পরবাস কেনাকাটা অবিরাম
বহু ছেঁড়া খোঁড়া বহু হাঁটা হল তবু
লালমাটি পথ বার বার পিছু ডাকে

আয়রে পাখি

হায়রে একা পাখি
কার দরজায় সন্ধ্যেবেলা করিস ডাকাডাকি
পাখনা খুলে রাখ
অন্ধকারে দুচোখ মেলে শিশির নিয়ে থাক
যার করেছিস ঘর
সারাটা দিন সরিয়ে রেখে সেই হয়েছে পর
আয়রে পাখি তুই
রাত্রি বেলা সবার শেষে আঁধার ঘরে শুই

জীবন

সারাটাদিন হাজার নদী পাড় ভাঙা পাড় রোদের খেলা
খিল তোলা নীল অন্ধবেলা মরা খালের ঘাসের ছায়া
চড়ুই ডানা খড়কুটো শর গাছের নানা করাত দাগে
রাত কেটে যায় লক্ষ চোখে জীবন তবু জীবন ধারণ

এমনি করেই জীবন যেন লাঙল ছুঁয়ে বোরোধানের
সবুজছড়া মাটির মুখে সোঁদাল ফুলের গ্রীষ্মকালীন
হলুদ হলুদ গা ঝরে যায় তবুও যেন কিসের স্বাদে
বনটিয়া ঝাঁক দিন দুপুরে মাতায় আকাশ লাল দুঠোঁটে

যুদ্ধ যেন জীবন যাপন একলা জলে নৌকো বাওয়া
জল সরিয়ে ছায়ার মত নিজের ছায়া সরিয়ে যাওয়া
জীবন শুধু নিজের আধার নিজের পোড়োবাড়ির থেকে
বাইরে এসে মৌরী ফুলে নারীর নিয়ম কুড়িয়ে রাখা
জীবন মানে একলা মাঠে রাখাল ছেলে বাঁশীর দুপুর
সবার সাথে সুখ কুড়িয়ে সবার কাছে বাইরে আসা

চারমুখ : চারবেলা

সকাল বেলার যূঁই
ছুঁই ছিল কি ছুঁই ছিল না
রোদ মাখানো ভুঁই

দুপুর বেলার ঘর
ভাঙ ছিল কি গড় ছিল না
রূপকথা নীলচর

সন্ধ্যে বেলার স্বাদ
বই ছিল কি বইছিল না
বাতাসে অবসাদ

গভীর রাতের মেয়ে
দেখ ছিলনা দেখ ছিলনা
আকাশ চেয়ে চেয়ে

পথ

পথের সহজ নাম যে রেখেছে পথ
তার বুঝি কোনদিন ঘরই ছিলনা
সে আমার ভালোবাসা
দুঃখের আকাশ ধরে রাখে
পথের রৌদ্রে আমি জোছনায় অরণ্য গভীরে
তার জন্য রেখে যাবো সবকটি ঘুম

সম্মুখ সমরে মেঘনাদ

কে তুমি লক্ষ্মণ এসে আচম্বিতে
ঢুকে পড়লে এই যজ্ঞাগারে
ভেবেছিলে অস্ত্রহীন মেঘনাদ একাকী রয়েছে
এই ফাঁকে বধ করবে পুরানো নিয়মে
যেমন করেছ বহুবার
অথচ আমিও এই দীর্ঘদিন ধরে
প্রস্তুত হয়েছি ঠিকঠাক নিজ প্রতিরোধে
যে মায়া দিয়েছে জন্ম
এই দেহ এই ঘরবাড়ি
সে মায়ার বলে তুমি বলীয়ান হয়ে ছলনায়
কেমনে করতে চাও জয় তুমি চতুর লক্ষ্মণ
তাই দেখা যাবে

ঢুকেই পড়েছ যদি এসো তবে সম্মুখ সমরে
মনে রেখো আমি আর অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিৎ নই

ভয়

রোদ ছিল বলে আমার উঠোনে কিছু ফুল ছিল
নদী ছিল বলে কত কথা
পথ ছিল তাই তার দুই পাশে গাছ যত ছায়া
মাঠ ছিল বলে সমস্ত আকাশ
শ্রাবণের বৃষ্টি ধারাপাত
নির্জন দ্বীপের মত কেউ ছিল তাই
বেড়েছিল খেলা যাওয়া আসা

এখন শুধুই
আগাছার মত কেটে ফেলি
তবু বেড়ে ওঠে ভয়

দুঃখ

তোমাকে করিনা জয়
তোমাকে কি জয় করা যায়
আমার সমস্ত জুড়ে তুমি থাকো
তাই আমি থাকি

তোমাকে জয়ের জন্য আর
কোন প্ররোচনা আমি কখনো ছোঁবো না।

তুমি থাকো নক্ষত্রের রঙ হয়ে
আমি শুধু নীল হয়ে যাবো

মুরগী লড়াইয়ে

খুকী তুই যা
যা পারিস খেলা কর
ধুলোতে বালিতে খেলাঘর
একা একা গড় আর ভাঙ খানিক ক্ষণ
যা তোর ইচ্ছে মত রান্না কর
যা না সোনামণি
এখানে দাঁড়াস না খুকী শোন

বেলা তো পড়েই এল
কিছুখন একা একা খেল
দেখতে পাসনা কত বিপজ্জনক
বসে আছি মুরগী লড়াইয়ে
মা আমার সরে যা খানিক
যে রকম উড়ছে সব তাতে
বিপদ ঘটতে কতক্ষণ

ঘাস ফুল

এমনি করেই একদিন সবকিছু চলে যায়
বিবর্ণ গ্রামের পথ নষ্ট পাখি শীত ও রোদ্দুর
সবকিছু পাতার মতন পড়ে থাকে

কেউ এসেছিল বুঝি
কেউ নেই খাঁ খাঁ হাওয়া ঋতু অভিমান
হারানো ফলসার মত খসে যায় সমস্ত রাত্তির

সবকিছু ভেঙে যায় নদী ও পাহাড়
সবমুখ ফিরে যায় অরণ্য বাতাস
কিছুই পড়েনা মনে কবে একদিন
গোপন দুঃখ নিয়ে ফুটেছিল একটি ঘাসফুল

ফুল বৃষ্টি ভালোবাসা ছাড়া

[ছন্দু ও সুজিত বসু প্রীতিভাজনেসু]

আমি তো ভেঙেছি খেলা অপেক্ষায়
দুহাতে রয়েছে ছেঁড়া ঘাস আর মাটি
অথচ কখন
শরীরে মেখেছি পাপ ছতিছন্ন ক্ষয়
সৌখীন বসন্ত নিয়ে মেতেছি বিস্ময়ে একদিন

তবুও জানিনা
কেন যে হঠাৎ সব কৈশোরের ভুল
চাঁদ হয়ে খেলা করে পুকুরের জলে
এখন কিছুই
মনে পড়েনা ধারাপাত
বালি হাঁস ফিরে গেলে সখির নির্জন হাতে অভিমান
সব কিছু ভুল হয়ে যায়

আমি তো ভেঙেছি খেলা অপেক্ষায় এখন শুধুই
ফুল বৃষ্টি ভালোবাসা ছাড়া এ শরীরে সয়না কিছুই

আর কতদূর

আর কতদূর সন্ধ্যামণি তোমার ফুল ফোটা
সময় হোল এবার সেই আবছায়াতে ফেরা
সারাটা দিন এগাছ ওগাছ পাখির ছড়াছড়ি
নদীর ভীরু জলের ধারে বকের পিছু চাওয়া
এসব ছিল নিজের পথে অন্ধকার দাওয়া
ডাকবে এবার আর দেরী নেই তবুও বসে থাকা
বসে থাকিতো বসেই থাকি হাজার কথা রা
মেলেনি কারো ফটিক জলে পুকুরে কারো মুখ
ভাসছিল কি ভাসছিল না নাইবা মনে পড়া
হাঁস উড়ে যায় অন্যমনে অনেক দূরে যাওয়া
ধান কাঠ মাঠ রইল পড়ে আর বছরের হাতে
এইভাবে কোন দূরের দেশে কেউ বুঝি যায় একা

বাইরে বহু কিছু ভেতরে একাই

[কৃষ্ণা বৌঠান প্রীতিভাজনীয়াসু]

ঘুমের কাছে স্বপ্ন ছিল বাইরে সারারাত
পুরানো বহু বর্ষা ছিল চক্ষে অশ্রুপাত
উঠোনে ফুল ফুটছিলোনা পক্ষীরাজ ঘোড়া
অনেক দূরে ছুটছিলোনা আকাশে ফুল ছোঁড়া
খেলার মত সময় নিয়ে অনেক দিন থাকা
স্মৃতির কাছে হাজার ঋণে অচেনা পথ বাঁকা
নরম পাখি পালকে নীল ডোবানো ঠোঁটে সুখ
রাতের ভীরু গন্ধরাজে হাসছিলোনা মুখ
রঙিন ঢের নকশা ছিল শীতের প্রিয় কাঁথা
অথচ কেউ ভাবছিলোনা ফুলের মালা গাঁথা
বুকের কাছে আকাশে মেঘ স্বপ্নে ঘুমে হাঁটা
বাইরে হাসি সারাটারাত ভেতরে চোরকাঁটা

ঈশ্বর

সরে থাকি বলে এত দূর
ভুলে থাকি বলে যত ভয়
বন্ধ দরোজা বলে এত অন্ধকার
অহংকারে শুধু অবক্ষয়
পেতে চাই বলে যত ভুল
অসহায় মাঠে খুব হিম
দৃষ্টি ব্যর্থ তাই এই ভালোবাসা
নষ্ট হয় অলক্ষ্যে অসীম
সরে থাকি বলে এতদূর
ভুলে থাকি বলে শীত ভয়
অথচ চতুর্দিকে আলোর আকাশে
বুকের ভিতরে মনে হয়

অলৌকিক

বাইরে সাত পা মাত্র
ভেতরে অনেক দূর
কোনখানে একদিন যেন ইতিহাস শুরু হয়েছিল
কিছুতেই ছোঁয়া যায়না শুধু দিকভ্রম
আজীবন পথ হাঁটা তবু সরে যায়
স্মৃতিরা দখল নেয় অতীতের বহুবর্ণ সাপ

বাইরে সাত পা মাত্র
এই প্রেম
ভেতরে ভেতরে বহুদূর

বয়স

[নন্দ চৌধুরী শ্রদ্ধাভাজনেষু]

যেমন ছিল তেমনি আছে সব
বৃক্ষ ফাঁকা মাঠের হাওয়া বাড়ি
পালক নানা রঙের পিছুটান
যা ছিল ম্লান মেঘছায়া রাত চাঁদ
ফুলের আকাশ বৃষ্টি খুশী সুখ
দুঃখ অভিমানের যাওয়া আসা
তেমনি কাঁপে কলমিলতা মেয়ে

যেমন ছিল গল্প এবং ইত্যাদি ভুল টুল
সবই আছে আগের মত অহংকারী নদী
নাম না জানা হাজার ঘাসে বসা

তেমনি বেলা বাড়লে একা কবির ফিরে যাওয়া
নেই শুধু সেই বুকের প্রিয় উদাস ঘালি হাঁস

ফাঁকা মাঠ জলছবি

[আরতি বসু শ্রদ্ধাস্পদেষু]

সহসা অজানা কার মুখ কাছে আসে
নিবিড় নূপুর পাতাঝরা আবছায়ে
মনে পড়ে মনে মেঘের দুপুর ভাসে
হাজার রাত্রি পড়ে থাকে তার পায়ে

যত না দুঃখ ছিল তারো চেয়ে বেশী
সহজ সুখের আলপনা ছিল ঘরে
আঁকাবাঁকা পথ উন্মাদ পরদেশী
পাহাড়তলির হাওয়া আনাগোনা করে

না হয় গিয়েছে বনের ভিতরে বন
বাঁশপাতি পাখি জল ছুঁই ফোটা ফুল
তবুও কেন যে এখনো উদাসী মন
চোখে ভাসে কার অভিমান ভেজা চুল

যা ছিল আকাশ বুকের গভীরে বুক
কতদিন আগে যখন নীলাভ ছবি
ছিল তার রঙ কথাকলি ভুল চুক
মনে পড়ে ফাঁকা মাঠের করুণ কবি

ঠিকানা কালকূট

কত সহজেই তুমি বের হও পথে
বেরোব ভাবলেই
কাঁধে ঝোলা দুই চোখে দিগন্ত বিস্তার
আমি জানি
দুঃখ কোন দুঃখ নয়
সুখ সেতো পরিপূর্ণ সুখের আড়াল
যতখন কাছে থাকে মানুষের ছায়া
তারো চেয়ে দূরে যায় যখন ভেতরে

এইসব ধারাবহ কাজ করে মাটিতে শরীরে
তাই ঘর ছাড়ো তুমি
অথচ আমার এই ভুল টুল অবকাশ
টুকরো সুখ মিথ্যে অহমিকা
আমাকে ছাড়েনা
বড় কষ্ট হয় কালকূট
কত সহজেই তুমি ঘর ছাড়ো
আমি তা পারিনা

টেরাকোটা

[দীপু প্রীতিভাজনীয়াসু]

অন্ধকারে ঢাকছে পাতা তবুও ফুল ফোটা
হাজার মৃত্যু আঁকছে নানা মাটির টেরাকোটা
রাজপুত্র পক্ষিরাজে ঘোড়ার পায়ে পথ
ঘুমিয়ে রাজকন্যে চুলে রাত্রি শেষে মথ

এসব ছিল আজও আছে দীঘির বুকে জল
ভালোবাসার অনেক সুখে চোখ দুটি টলটল
একলা নদী পাহাড়তলি ঝর্ণাতলা গাছ
ঘুমন্ত মেঘ রোদ্দুরে নীল গভীর জলে মাছ

এইতো ফেরা মৃত্যু নিয়ে সারাটা দিনরাত
ঘুমের মধ্যে ঘুম কিম্বা ভয়ের মধ্যে হাত
ক্ষয়ের কাছে ঋণের ভীরু নীরব মাথাকোটা
প্রেম নারী মুখ জোছনা হাঁটা অতীত টেরাকোটা

স্মৃতি নীলকণ্ঠ হিমঝুরি

ঘোড়ার পায়ে দিন সরে যায় নীরব কাড়াকাড়ি
সবার কাছে সরছে সবাই সবার সাথে আড়ি
অন্ধকারে ফুল ফোটে না মাঠের হাহাকার
ফসল পাখি লক্ষ্মীপেঁচা ক্ষয়ের একাকার

বাহার ছিল অবকাশের সময় সারাবেলা
খড়ের চালে জোছনা ছিল নামের প্রিয় খেলা
আনাগোনার গল্প ছিল নটে গাছের চারা
বাড়ত খেলত সারাটা দিন হাওয়ায় হত সারা

শঙ্খচিলের দুপুর ছিল কলমিলতার পাতা
উঠোন জুড়ে রৌদ্র এসে ছুঁয়ে ফেলত মাথা
আঙুল থেকে জন্ম নিতো হাজার কথা মুখ
এইটুকু এই ছোট্ট বুকে উপচে যেত সুখ

এখন শুধু রাত জেগে রয় নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
পাচীর ঘিরে হাঁটছে কারা অট্টহাসি হাসে
যাছিল গান ছবির মত গেরস্থালী বিশ্ব
বুক ভেঙে যায় বুক ভেঙে যায় ভাসান নিয়ে নিঃস্ব
শীত নামেনা হাঁস ওড়েনা চাঁদ হয়েছে চুরি
আকাশ জুড়ে ঝরছে একা স্মৃতির হিমঝুরি

অনুরোধ

[রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু]

চারিদিকে থৈ থৈ করছে মাঠ
শীতের বাতাসে শুধু ফসলের ব্যবধানহীন ভালোবাসা
পাখিরা খেলছে ডালে ডালে কিছু দূরে নদী
রাখালের বাঁশী বাজছে কালের মায়ায়
মেষ শাবকের দল ঘাসে ঘাসে সহজ স্বভাবে
সাঁওতাল মেয়ে খোঁপায় গুঁজেছে লালফুল
গান গাইছে গেরুয়া বাউল

বাঙলা দেশ ভরে উঠছে খামারে খামারে শস্য নিয়ে
প্রতিটি মানুষ ঠিক মানুষের মত খুব সুখী
ফোটা পদ্মের মত স্থির হয়ে আছে বাঁচার নিয়ম
দূরে একবিন্দু কালো হয়ে ডুবে যাচ্ছে শেষ দুঃখ টুকু

রামানন্দদা আপনিতো এত ভালো আঁকেন
এমনি একটা ছবি আঁকুন না এই বাঙলার
খানিক ক্ষণ চোখ ভরে দেখতে পাবো
আসলে এমনিই বেঁচে থাকা

জীবন যাপন

[রঞ্জন, সরোজ ও কল্যাণীকে]

সবার কাছে সবই আছে ভয় নয়তো ভুল
কেউ নাড়ে কেউ দরজা এঁটে ঘুমের কাছে ঋণী
না হলে এই জীবন জুড়ে এই যে নদী চর
কেউ দেখে কেউ হাজার মৃত্যু তবুও উদাসীন

সবাই নানা দুঃখে কষ্টে দিনের কাছাকাছি
বাঁচার ছলে খেলছে যেন রাতের কানামাছি
যে দেখে সে দেখেও বাঁচে যে না দেখে তাকে
রোদ ছোঁয়না বৃষ্টি এসে ডাকে না সারারাত

ভালোবাসার শস্য মাঠে রৌদ্র যত ফুল
যা আছে তা কখনো থাকে নিকট না হয় দূর
এইভাবে এই সবার মাঝে সবার পাশাপাশি
দিন কেটে যায় রাত্রি নামে বিসর্জনে শেষ

কেউ থাকে না কেউ থাকে না

[উৎপল চক্রবর্ত্তী শ্রদ্ধাভাজনেষু]

যার যা ছিল হাজার কথা
শস্য খামার কলমিলতা
কিছু কি থাকে

পাহাড়তলি গোপন আড়াল
আবছায়া মুখ উথাল পাতাল
শব্দ শিশির

বোগেনভিলা উদাস হাওয়া
অপেক্ষাতে হারিয়ে যাওয়া
কিইবা ভাসে

সব ডুবে যায় চুপের ভিতর
ভাঙা মাটির উঠোন নিথর
এইভাবে শেষ

এই যে রাত্রি ঘুম নামে না
কেউ থাকে না কেউ থাকে না
নীরবতা

বিদায়

রাখছে ঢেকে সারাটা দিন
ভুল ভাঙা ভুল রাত
তবুও ডেকে পাইনা সাড়া
পাইনা কারো হাত

পাতার মত নীরব বাঁচা
ফুলের মত হাসা
হলনা সারা জীবন জুড়ে
পথের ভালোবাসা

না হয় অভিমানের ব্যথা
অনেক কাড়াকাড়ি
আঁধার ঘেরা উঠোনে এই
শূন্য পোড়োবাড়ি

তোমার সারা জগৎ জুড়ে
চোখ মেলেছি যেই
বুকের মাঝে জাগছে শুধু
এই আছি এই নেই

কবি নইলে

[রবি গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু]

সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে বললেই
কবি তার মৃত্যু নিয়ে হাঁটে
পথে পথে কাঁপে পাতা রোদ সরে যায়
বটের দুধের মত দুঃখ জমে ওঠে
কবি তার কি কি ভালোবাসে
কাকেই যে রাখে কতখন
যতক্ষন কাছে থাকে তারো চেয়ে বেশী যায় দূরে
তবুও নির্বিকার এইসব ঘরবাড়ি মুখ চিলে কোঠা
গেঁয়ো ফুল মেঠো হাহাকার
সবকিছু বড় বিফলতা
কণামাত্র চাইলেও বলে ঘুরে এসো
নারীই বা কতটুকু বিশ্রাম দিয়েছে দিতে পারে
ঘন হয়ে আসা আবিষ্কার গুলি
একবার টান মারে ছিলায় ছিলায়
পরক্ষণে ভেঙে যায় মমতার ভীড
ম্লান হাঁটু মুয়ে পড়ে বড় অসহায়
কবি নাকি তবু ফিরে যায়
ভালোবাসা কি রঙের ফুল হয়ে ফোটে
কতবার জন্ম ভাঙা যায়
কোনখানে দুঃখগুলি সুখ হয়ে খেলা করে গোপন মায়ায়
এইসব সত্যগুলি কে আর দেখাবে
কবি ছাড়া কে আর শেখাবে ভালোবাসা
এত নীল অবসাদ কবি নইলে
কে আর করেছে পান এত অনায়াসে
তবুও ভিখিরী হয়ে একবার
ছুঁতে চাইলে দপ করে জ্বলে ওঠে ভুল
ঘুম হয়ে বয়ে যায় নদী

কবি তার কোনদিন ফেরবার প্রত্যাশা রাখেনা
বুকে তার একবারো বৃষ্টি পড়েনা
তবু বুঝি কোন কিছু নষ্ট হয়না একেবারে
হয়তো বাবলার ফুল মাটি কিছু ঘাসের আকাশ
কবি ছাড়া কে আর শেখাবে
কি ভাবে জ্যোৎস্নার মাঝে সারাসুখ মাঠ হয়ে যায়

ছাড়তে বললেই ছেড়ে যায়
ফিরতে বললেও আর পিছনে ফেরেনা
ঘুরে আসতে বললে ভুলে যায়
এইসব দুঃখ টুঃখ অভিমান
কবি নইলে কে আর দিয়েছে ত্যাগ
কবি ছাড়া কে আর আকাশ হয়েছে কবে সব অবেলায়

বৃন্দাবনের সখি

বহুদিন হল বহুদূরে রয়ে গেলি
খবরের মত ছড়ালিনা মুখে মুখে
অভিমানী তুই তাই বলে ভুলে থাকা
নীরবে থাকাই অভিমান যদি তবে
বারবার কেন তোর মুখ মনে আসে

সেই কবে যেন ছেলেবেলাকার নদী
পাহাড়তলির হাওয়া বয়ে যেতে খুশী
কেমন সহজ নরম আদুরে খেলা
পেলেছিলি আমি আমের বউলে রোদ
যেন ভাসাভাসা সরল হাসির বেলা

তুই ছিলি বলে আমার উঠোনে পাখি
ছায়া ফেলা কোন দূরের আকাশে মেঘ

নয়তো বৃষ্টি দুপুরের মাঠে ঘাটে
হঠাৎ আকাশ কথা বলে যেত সুখে
তুই ছিলি বলে রূপকথা বলা রাত

একদিন কবে শেষ বেলাকার রোদ
উজ্জ্বল ঠোঁটে আনমনা ভীরু হাসি
আমাকে উদাস পৃথিবীর প্রিয় গানে
ছুঁয়েছিলি কোন ঠিকানা বিহীন ফেরা
সেই থেকে তুই দূরে রয়ে গেলি চুপ

আজো তবু তোর কচি মুখখান ছবি
ফিরে ফিরে চাই বাতাসেরা এলে ডাকি
চাঁপা গাছে পাতা আড়ালে লুকালে ফুল
মনে পড়ে তুই বৃন্দাবনের সখি
বারবার ভাঙে বুকের গভীরে বুক

সবুজ টিপের আল্পনা আঁকা তুই
কোথায় আছিস বুঝিবা ভীষণ একা
এত বিষণ্ণ আমার দুয়ারে কেউ
আজকাল আর ডাকেনা পুরানো নামে
রুনু হয়ে কোন অরুণ আসেনা ঘরে

তোর চিবুকের দাগ আজো লেগে আছে
আঙুলের খেলা এখনো সলাজ ডাকে
চুমু ছোঁয়া ঠোঁট মনে পড়ে ছেঁড়া চুল
শীতের বিকেলে রোদ হয়ে দুটি পা
মনে ভাসে তোর আধকলি ফোটা স্তন

তুইতো আমার হারানো ভয়ের প্রেম
সরোদের সুরে ভৈঁরোর ছোঁয়াটুকু
বয়সের ভারে কৈশোরভরা স্মৃতি
হাজার দুঃখ রয়েছে সইতে বাকী
তবু অপেক্ষা এত দেরী কেউ করে

ক্ষমা নইলে

তুই ফিরিয়ে নিচ্ছিস মুখ
ঝটতি আঁচলে তোর কচি বুক লজ্জায় লাল
আমার এ রকম মনে পড়ে
দেখতে পাই তুই নেমে আসছিস মাঠ বরাবর
অফুরন্ত জোছনায় লক্ষ্মীর মতন
আবার ফিরে যাচ্ছিস অভিমানে
পায়ে পায়ে অবিরাম ধুলো

পথে পথে এখন ভোররাতের মরা শালফুল
বাঁক নিচ্ছে নদী
ফাল্গুনের উদাসী হাওয়ায় খসে পড়ছে পাতার
অজস্র রোদ্দুর লাল রঙ
তবু তোর জন্য আমার আঠাশ বছরের ফাঁকা মাঠ
রেললাইন বরাবর হেঁটে যাওয়া

এখন অর্জ্জুন গাছ আমার বেঁচে থাকা
চৈত্রের অন্ধকার পথে নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস
আমার ভালোবাসা

তুই ফিরিয়ে নিচ্ছিস মুখ সারাখন
অবিরল অভিমান বুক জুড়ে শুধু বিষণ্ণতা
তবু আমি জানি তুই ছাড়া কেউ নেই
ভুলছাড়া ভালোবাসা বড় বেমানান
ক্ষমা নইলে তুই কি রকম মেয়ে

অতঃপর

পুকুর পাড়ে গাছ ছিল
তার গভীর জলে মাছ ছিল
হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার কাছে
উথাল পাথাল কাঁপছিল

ঘরের মাঝে ভয় ছিল
তার বাইরে কিছু ঋণ ছিল
মাটির নীচে শীতের মত
সহজ সুখী দিন ছিল

এই ভাবে তার কাটছিল
একদিন কেউ দূরের থেকে
গোপন ঘরে ডাক দিল
কথার মত অনেক কথা
যদিও বহু বাদ ছিল

বিদায়

[৺দিলীপ সরকার প্রীতিভাজনেষু]

তখনো আমের বনে দু একটি বউল
রাত জাগছিল বুঝি
চৈত্রের ধারাবহ বিদায়ী বাতাস
হা হা মাঠে যেন বিষণ্ণতা
কোন একা রাখাল বালক
আনমনে গেয়েছিল তার গান উদাস দুপুরে
সেই কথাগুলি এক সময় ভাসতে ভাসতে এতদূর

তখন তো শেষ রাত
চুপচাপ একটি আকাশ হয়তো কেঁপেছিল
হয়তো বা কিছু ভাটফুল গোপনে জলের ধারে
টুপটাপ ঝরেছিল এমন নির্জন

তারপর কার যেন রুখু হাত যেন বা নিয়ম
অকস্মাৎ দরোজার কড়া নেড়েছিল
বাড়ি আছো বাড়ি আছো নাকি

হায় এইসব ঘরবাড়ি বিছানা বালিশ
লেখা টেখা অবসর যা কিছু সাজানো
যেমনকার তেমনি পড়ে রইল অবিকল

সবকিছু একদিন চলে যায়
তুমি চলে গেলে
এইভাবে ভাঙে মাটি নষ্ট প্রয়োজন
ঘাসের ওপর বাড়ে রাত্রি মৃতমথ

সেই থেকে তুমি নেই
শুধু মনে পড়ে
বৃষ্টির ফোঁটার মত দুটি চোখ
এত সাবলীল শুয়ে থাকা
যেন কিছু নয় কিছু নয়
দুঠোঁটে ছড়ানো থৈ থৈ ছেলেবেলা
চোখের পাতায় বুঝি সেগুন ফুলের মত কিছু অভিমান

বিশ্ব চরাচর জুড়ে কোন দুঃখ নেই
তবু আমার দুচোখ কেন ঝাপসা হয়ে যায় বার বার
এখনো তেমনি আসে শেষ রাত
তেমনি জ্যোৎস্নার মাঝে আমরা কোথায় জানা নেই
অথচ পালক ওড়ে সারারাত
সারাখন হিম পড়ে চোখে মুখে মাথার ওপর

বকুল গাছ

এখানে হাজার ঘরের অযথা সুখ
বসন্ত কোথা ছিল ওড়ে অবেলায়
ক্ষেতের শস্য মাঠের আড়ালে ঝরে
শবাধারে ফুল নির্জন পথে রাত

কে জানে কখন আনমনে একা কেউ
হেঁটে গেছে আলপথের শিশিরে ছাপ
তারপর কবে হঠাৎ উধাও যত
অভিমান যেন পাখির চোখের নীল

বৃষ্টির ছাঁটে জানালার পাশে কেউ
বেলা শেষ হলে বারবার ফিরে যায়
হাতের আঙুলে কতনা অজানা ভয়
তবু তার ফেরা কাছে আসা মিছে লাজ

এভাবে যখন নদীর ভিতরে নদী
চোখের পাতায় নির্জন মেঘ ভাসে
তখন পাহাড়ে আগুন শীতের শেষ
মেঘ পালকের অবসাদ ছোঁয়া ঋতু

কেন যে আকাশ কেন দিগন্ত একা
নিজের গোপনে নিজের সহসা ক্ষয়
কোথায় কখন কতবার মৃত মুখ
মনে পড়ে শুধু যেছিল বকুল গাছ

মৃত্যু

[হরপ্রসাদ মিত্র শ্রদ্ধাভাজনেষু]

আসবে শুধু একবার
তবু অপেক্ষা সারাজীবন
এইসব ঘরবাড়ী মান অভিমান যত্নমালা
গ্রীষ্মের দুপুর জোড়া অবসর
ফাঁকা মাঠে নির্জন সময়
সবকিছু পড়ে রইবে তেমনি অবিকল
যেন এইমাত্র চলে যাওয়া

একান্ন

অথচ সেতো চলে যাওয়া নয়
শুধুমাত্র ছেড়ে যাওয়া

কারো চোখের জল অবিশ্রাম নয়
এইসব পাতা তো পাতাই
নয়তো খেলা বললে কেবল খেলাই

কতবার তো এঘর থেকে ওঘর
কতদিন না দেখা কুসুম
শুধু একবার
তবু ভয় সারাটা জীবন

সময়ের প্রতি উচ্চারণ

[গোরা বিশ্বাস ও অরূপ চট্টোপাধ্যায়কে]

তুমি ফিরে যাচ্ছ যাও
আমি না বলব না
ঢের তো হল এখান সেখান
পাথর হয়ে পথের ধুলোমাখা
তুমি দেখলে যেন সবিস্ময়ে
ভাঙলে শুধু বয়স
এবং জলের নীরবতা

আমি তো সেই যেমন তেমন আছি
না হয় সেই সত্যিকথা বলি
রাখলে থাকি নইলে আমি কে
আমার তো আর মধ্য দুপুর নেই
যে বলে উঠবো বোসো

তুমি ফিরে যাচ্ছ যাও
আমি না বলব না

জলপিপি

সন্ধ্যে বেলা একা
জলপিপি তুই জল ছুঁয়ে যা
নিজের সাথে দেখা

পাতার কাছে ঘুম
নামিয়ে রেখে ভরিয়ে তোল
নিজস্ব মরশুম

অবাক তুই ঠোঁটে
স্পর্শকাতর বিস্ময়ে ভুল
কাতর হয়ে ফোটে

এসব ছিল থাক
পদ্মফুলে পাখনা মেলে
আকাশটাকে ডাক

হলুদ দুটি পা
জল ছুঁয়ে ফের রাত্তিরে তোর
যেখানে খুশী যা

তবু তুই

তুই উদাসীন
যেন ঘাসফুল ফাঁকা মাঠে
তোর অবহেলা
বুঝি চৈত্রের শেষে নির্জলা রোদ
তোর অভিমান
যেন বৃষ্টির ছাটে ঝরে পড়া প্রথম বকুল
তুই এত স্থির
বুঝি বিজয়া দশমীর শেষে বিসর্জন

তবু তোর ভালোবাসা
মাথার ওপরে এক নক্ষত্রের অনেক আকাশ

সবার শেষ : শুরু

সারাটা দিন এঘর ওঘর দিনের খয়রাতি
রাতের কাছে সেগুনতলে নীরব মাতামাতি
যখন ছায়া তখন হাজার ভীড়ের কাড়াকাড়ি
এখন নিজে একলা হওয়া নিজের ফাঁকাবাড়ি
কেউ ছিল না ভয় ছিল না এমনি বুঝি হয়
সবার শেষে এমনি শুরু বয়সে ভরা ক্ষয়

নারী

[রজনীকে]

নারী বুঝি কখনো কখনো গাছের শরীর
তাই ছটফটিয়ে ফুটে ওঠে ফুল
তবু যেভাবে পুকুর পাড়ে
হেলানো ডুমুর গাছে পরগাছা বাড়ে
সেভাবেই সংস্কার নড়ে চড়ে বসে
যেভাবে উঠোন থেকে বেলা শেষে রোদ সরে যায়
সেই ভাবে নারী তার একদিন রুমাল হারায়

বালক

হায়রে বালক
আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি
ক্ষমা বুঝি জীবনের সহজ উদ্ধার

তোর কাছে এইবার ভাঙা শিখে নেব
যেমন এতদিন
জলের মাছের কাছে নিয়ম শিখেছি
অথবা নারীর কাছে তিরস্কার

চুয়ান্ন

তোর হাতে বাহারি বিকেল
দিতে পারলে খুব ভালো হত
অথচ ধাতুর মত দিন নিয়ে তুই আজো দুপুরের চিল
আমি তবু দরোজায় খিল
তুলে দিয়ে কেমন নির্বিকার
তোকে বলাই হয়নি
আমারো যে কিছু ঋণ ছিল সূর্যের কাছে
এত শীত
তবু তোর হাতে
একটি দেশলাই তুলে দিতে পারিনি আজো

মানুষ

নদীকে যেমন নিজের জলের সাথে বয়ে যেতে
শিখতে হয়নি কোনদিন
খল খল জানাজানি জলে ও মাটিতে সারাবেলা
যদিও ভেঙেছে পাড় বহুবার
জলের গভীরে রাত তবু
এভাবেই বয়ে যাওয়া
এভাবেই বেড়ে ওঠা বালিতে আকাশে
তারপর আজো অবিরাম

তেমনি মানুষ
না হয় একটুখানি বসে আছে থাকে
সেতো আর মৃত মথ নয়
খেজুর গাছের মত চুপচাপ তাও প্রয়োজন
এ সময় বাড়তে থাক বুকে তার স্থির উচ্চারণ
এবং বাইরে তার খানিক আড়াল

নাহলে এখনো
যতই নামুক ঘোর রাত
যতবার পথ আগলে দাঁড়াক দুশমন
একদিন সময় হলেই
সে তার আপন ঘর ঠিক চিনে নেবে

ক্রীতদাস

ঘুমের মধ্যে পাশ
ফিরলে জাগে তিরতিরিয়ে
হাজার বুনো হাঁস

বালির চরে কাশ
ফুটলে ব্যাধের তীর ছুটে যায়
অসুস্থ চার পাশ

সন্ধ্যেবেলা খাস
কামরা জুড়ে নারীর ফেরা
বিষণ্ণ ফিসফাস

এমনি বারোমাস
সারাটা দিন নিজের কাছে
নিজেই ক্রীতদাস

সে রকম নির্জনতা চাই

যে রকম নির্জনতা নিয়ে বেড়ে ওঠে গাছ
সে রকম নির্জনতা চাই
তুই দিবি বলে এতরাতে
আমি পথের বকুল হয়ে আছি

ছাপ্পান্ন

চতুর্দিকে ভয় আর ঘুমের আড়াল
বিষণ্ন আলোর কাছে পড়ে থাকা বাবলার ফুল
কিছু মৃত্যু কিছু নীল আত্ম স্থবিরতা
ঘরবাড়ি ভাঙে
ঘরের ভিতরে ভাঙে চালচিত্র ছেলেবেলাকার
যেখানে পুকুর পাড়ে ছায়া বাড়ে
সেখানে খেজুর পাতা কাঁপে
কামনার ব্যাকরণ নেই
তাই এইসব আলো যেন আরো অন্ধকার
সহস্র বৈশাখ তুই হাতে নিস
চোখে দিস আষাঢ়ের মেঘ
তবুও কি শরীরের বেশী নোস নাকি
যানা তবে যানা
আমি কিছুই চাবনা
যে রকম নির্জনতা নিয়ে বেড়ে ওঠে গাছ
আমার কেবল
সেরকম নির্জনতা চাই

স্মৃতি

[আলি আকবর, নির্মল সরকার প্রীতিভাজনেষু]

সামনে হাঁটলে সহস্র সংশয়
পেছন ফিরলে পাতার শব্দ হয়
তবুও নিত্য আকাশের নীল রাত
অরণ্য জোড়া নিজস্ব প্রণিপাত

মৃত্যুর কাছে অনেক সমর্পণ
একা একা হাঁটা অবসাদ নির্জন
অভিমান নাকি শিরীষের ফুল ছুঁয়ে
বাতাস শীতের আদরে পড়ল নুয়ে

সামনের পথে যেখানেই নীরবতা
সেখানেই পাতা খসছে কলমিলতা
বাড়ছে পুকুরে ছায়া ছায়া জল ঘিরে
সারা জীবনের ফেলে যাওয়া আসে ফিরে

কবিতা যখন

যখনি হাজার উন্মেষ লেখাজোখা
চির পরিচিত পুরানো দুয়ার নাড়ে
তখনি হঠাৎ গোপন কপাট ঠেলে
মনে হয় কারো এই বুঝি চেনাশোনা

তারপর যেন কোথাকার এক ক্ষ্যাপা
আপনার মনে আপনি করেছে খেলা
কত কথা কত অচেনার হাতছানি
তাই দিয়ে ভরে আকাশের শূন্যতা

মাঠের ওপারে আরো কোন মাঠ বুঝি
বটের ঝুরির গভীরে শীতের জল
বিষণ্ণ পাখি ব্যাধের শিকারে হত
নাকি দিকভ্রম পৃথিবীর কোলাহলে

এ সবি নিত্য দুই পাড় ভেঙে আসে
বরফের কুচি দুচোখের তাপে জল
ছিন্ন পাতার অভিমান গায়ে মেখে
কবিতার কিছু পঙক্তির আনাগোনা

জীবন মানেই রাতের শিশিরে ভেজা
হাজার দৈন্য তবুও সূর্য ওঠে
ঘুমপাড়ানিয়া একদিন ডেকে যাবে
তার আগে কিছু শব্দের কুঁড়ি ফোটা

গভীর বনের পাখি

গভীর বনের পাখি তুমি ডাকো।
অবিরাম শুনতে পাই যেন খুব দূরে
ঝরণার জলে প্রতিধ্বনি

তোমার যাকিছু সঞ্চয় এতদিনে
অন্য পাখির রঙ পাতা ও পালক
আমি তার কিছুই দেখিনি

আমার নিজস্ব কিছু
অনেক দহন কিম্বা কুয়োর চাতালে মৃত জল
কারো ফেলে যাওয়া কটি বাবলার ফুল
এই নিয়ে বসে থাকা কত দীর্ঘদিন খুব একা
এত একা যেন কোন নির্জন
পুকুর পাড়ে বুড়ো মন্দিরের শেষ ঘাস
গভীর বনের পাখি
তুমি ডাকো তোমার অরণ্য জুড়ে
বুকের গভীরে সেই ডাক
বুঝি কোন নক্ষত্র সীমার থেকে
নেমে আসা আলো নীল স্মৃতি

তুমি ডাকো
আমি সেই ডাক শুনতে শুনতে
একদিন নদীর ওপারে চলে যাবো

ছায়াছবি

[নীলু ও বুড়ুকে]

এখানে গভীর আলোর অভাবে মাটি
বড় অসহায় ঘাস নেই কোনখানে
ছায়ার ওপারে শুধু ছায়া বাড়ে জল
প্রবঞ্চকের হাতের আঙুলে নষ্ট

উনষাট

সহস্র দিকে সহস্র হাহাকার
অভিশাপ সেতো অহংকারের ভুল
কাঁচা মাঠে ধান ঘ্রাণের অভাবে ম্লান
এভাবেই বাঁচে মানুষেরা আজ কাল
এত যে অভাব এত একাকার ধ্বংস
শুধুই মৃত্যু শুধু শূন্যতা ছড়ানো
তার মাঝে কেউ নদী হতে চেয়েছিল
সেই বুঝি দেখে গাছের মাথায় রাত্রি
তার চোখে জাগা আকাশের স্মৃতি চাঁদ
শস্যের মাঠে ইঁদুরের আনাগোনা
অড়হর ক্ষেতে আলপথে হাঁটা মেয়ে
টেলিগ্রাফের তারে এসে বসা ঘুঘু
কিন্তু এভাবে কতদিন এই বাঁচা
নিজের আড়ালে নিজস্ব ছায়াছবি
প্রায় প্রতিদিন গভীর রাত্রে একা
পায়ের পাতায় খুঁজে পায় শীত কাঁটা
বড় দেরী হোল তবু অবেলায় কেউ
আলোর আভায় উঠে এলে হবে বৃষ্টি

অষ্টপ্রহর তুমি নারী

সারাটা রাত স্বপ্নে কোন এক
ভুল রমণী চুল ছড়াচ্ছ
মাঝ নদীতে নৌকো ছেড়ে
হাওয়ায় যেন যাচ্ছ ভেসে
হঠাৎ স্রোতে-ছইয়ের খাটে
খুলছ নাভি লোভ দেখাচ্ছ
এই বয়সে কাঁপছি তীরে
ব্যর্থ যাওয়া দূর বিদেশে

তোমার কাছে যাওয়াও যেমন
তেমনি সমান ফিরে আসা
নাম জানিনা ঘর জানিনা
পদ্মবনে স্বপ্ন ভ্রমর
একলা ছায়া অবিশ্বাসের
সেই ধারাপাত কীর্তিনাশা
বেহুলা কলাপাতার ভেলায়
পুরানো সুখে তেমনি অমর
আমার এমন যুদ্ধক্ষেত্রে
অস্ত্রশস্ত্র খেলার ছলে
অষ্টপ্রহর জল ছিটোচ্ছ
চন্দ্র সূর্য ভাঙছ জলে

কবি চক্ষু

এক অসুস্থ আগুন থেকে রঙ নিয়ে একদিন আমি
ঢাকতে চেয়েছি কিছু সর্বস্বান্ত সুখ
সেই থেকে অন্ধকার উড়ে বেড়াচ্ছে চোখে মুখে
পোকার মতন

দুই কি;কি দিতে পারো
বলে আমি চোখ তুললুম
তক্ষুনি মৃদু হেসে বলে উঠল সে
সুদূর ঝর্ণার জল লাল পাখি
ঘন অরণ্যের কিছু ফুল

বললুম তুমি কি আমাকে মৃত্যুর মত
কিছু সুখ দিতে পারো
তৎক্ষণাৎ ভুরু কুঁচকে আড়চোখে বলে উঠলো সে
ধ্যাৎ

তিন ঘরের মধ্যে দুঃখ ছিল বাইরে শংকিত
বুকের মধ্যে মিশ্র সুখে সযত্নে অংকিত
হাজার স্বপ্ন শস্য গন্ধ মাঠের নীলাকাশ
ঘুমের মাঝে অনেক দূরে শরীরে মরাঘাস

চার জানালা খুললেই আগে
পাওয়া যেত আলো ও বাতাস
নক্ষত্রের নীল রঙ মধ্যরাতে হাজার জোনাক
আজকাল জানালার কাছে গেলেই
তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে টুকুনের মা
খুলোনা খুলোনা বড় শীত

পাঁচ বাইরে সাজানো ছিল পোষাক আষাক
ভেতরে উপুড় হাতছানি
কে যেন গিয়েছে মারা গতকাল ভোরে
অরুণের মত মুখ অবিকল অচল দু আনি

ছয় বাইরে থেকে ভয় ভাঙেনা
ভেতরে অন্ধকার
শেষ দরজায় সেই দাঁড়িয়ে
আলোর পারাবার

সাত সারাটারাত আঁচলপাতা নূতন ধারাপাত
জল খেলা জল বাঁশের বনে অভিমানের হাত
একলা ঘরে সব একাকার বয়স ছুঁয়েছি
সকাল বেলা পড়ল মনে কাঁটায় শুয়েছি

আট কান ঝুমঝুম কান ঝুমঝুম
হলুদ লতার ফুল
ঘরের মানুষ অন্ধকারে
খোঁপায় ছেঁড়া চুল

নয় মধ্যরাতে অবাঙালী বাঈজী হঠাৎ
মোম হয়ে আদুরে ফুঁয়ের মত বলে উঠল বাবু
জিন্দগীমে কোন চীজ সবসে য্যাদা দামী হোতা হ্যায়

তখন শরীরে তার পাড় ভাঙছে বাইরে আধো আধো
বললুম কিশোরীর মুখ
খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠল সে
বাঙালীবাবুটা খুব অভিমানী আছে

দশ অনেক হোল গোপন কথা ভ্রমণ আঁকাবাঁকা
শেষ বেলাকার রোদ পোহাতে একলা বসে থাকা
নিজের সাথে গভীর দাগে অনেক কাটাকুটি
খেলার মাঝে ভাঙলে খেলা সারাজীবন ছুটি

এগার বাড়িয়ে হাত লুকালে মুখ একলা ফিরে যাওয়া
হাজার নীল অন্ধকারে নিজের নদী বাওয়া
ছিলনা কেউ উধাও সেই কলসি কাঁকে করা
বুকের মাঝে জাগছে শুধু চিরকালীন খরা

বার একদিন যে ফুল হয়েছে ভোরের মত সুখে
সেই তো আবার ফুরিয়ে গেছে অচেনা কোন দুখে
যে ঠোঁট কথা কইত হাজার ফুলের পাশাপাশি
সেখানে ভাসে মরা গাছের ডালের মত হাসি

তের দিন ঝুম ঝুম রাত ঝুম ঝুম হাজার কথায় রা
চোখ জলে যায় চোখ জলে যায় বুকের মাঝে পা
কে আছো গো স্বজন প্রিয় দুয়ার খুলে রাখো
রাত বেড়ে যায় রাত বেড়ে যায় আকাশটাকে ডাকো

চোদ্দ পাহাড় বুঝি পাহাড় কোন দিন
মেঘের মত আকাশ ছুঁয়েছিল
সেই থেকে তার উদাস স্মৃতি ঋণ
মাটির কাছে একলা শুয়েছিল

পনের ভরা বুক ভরা ভয়ের ভিতরে ঘুম
সারারাত নীল হাজার তারার আলো
সব হারানোর সাহারার মরশুম
আশঙ্কা যত অবয়বে খুব কালো
ষোল হাজার রঙ মশাল লাল উদোম সুখী মেয়ে
নানান মুখ অবাক চোখ রইল চেয়ে চেয়ে
থাকল সব বিলাস খুব আলতো কাড়াকাড়ি
ঝাপসা পথ পাহাড় বন পিছনে চেনাবাড়ি
কবির কাছে সহজ বাঁচা গভীর জলে মাছ
সমান প্রিয় একলা মাঠে কাজু বাদাম গাছ
সতের এই যে মাটি উঠোন ময় ঝরা পাতার ঋতু
দেবদারু ফুল সুখের স্মৃতি কিম্বা পরিচয়
কোন কিছুই সারাজীবন থাকে না ঠিকঠাক
শূন্যতর মাঠের মাঝে শুধুই আসে ডাক
আঠার বাঁধন যদি বাঁধলে তবে কেন
খেলার ছলে খুললে অবেলায়
কি কাজ ছিল হঠাৎ ভালোবেসে
বেশতো একা হতাম অবশেষে
উনিশ কতনা অজানা আনমনে আঁকা ছবি
পাতাবাহারের আলপনা রঙ মাটি
কখন সহসা উতলা একাকী কবি
কে যেন কোথায় ফুল হাতে পরিপাটি
জলের ভিতরে মাছের মতন কেউ
হয়তো বুঝি বা নিজের ভিতরে নিজে
জল ছুঁয়ে ভাঙে নীরবে হাজার ঢেউ
সাগরের ফেণা দুচোখের পাতা ভিজে
কুড়ি হঠাৎ আকাশে এক ঝাঁক পাখি গেলে
পায়ে ধরে সাধা মান অভিমান যত
পুরানো পুকুরে ছায়া ফেলা জলে ঢেউ
বুঝিবা নিজের সাবলীল প্রিয় ক্ষত

একুশ	বাবলার গাছে ফুল ফোটে ঝরে যায়
নদীতে নষ্ট বালি কোন জল নেই
হাজার আড়াল তবুও লখীন্দর
ফিরে গেছে আজ সারাদিন ভাঙা বেলা
বেহুলা কোথায় ভাসাবে কলার ভেলা

বাইশ	কে আছো বাইরে ঘরে এসে বোসো কাছে
এখনো আকাশে নীলরঙ কিছু আছে
দিনের শেষের আলোতে আঁধারে একা
চেনা জানা হবে ফিরে যাওয়া শেষ দেখা

তেইশ	হাজার অভিমানের জলে ছায়া
হাঁসের পাখা নদীর পাড়ে দিন
ঘরের মাঝে ঘুমের যত মায়া
নীরব যত নিজের কাছে ঋণ
হাতের কাছে যা ছিল প্রিয় খেলা
রইল পড়ে কে জানে কার ডাকে
সারাটা বুকে উদোম রোদ বেলা
মাঠের পথে কবির কি যে থাকে

চব্বিশ	নদীর কাছে বাঁক দেখেছি সহজ জলে মাছ
তোর সে কালো ভুরুর মাঝে রহস্যময় গাছ
কোনখানে তোর নীল অবেলা আমার মাথা খা
কিশোরী তোর চিবুক তুলে দু চোখ দিয়ে যা

পচিশ	সামনে গেলে অশান্ত চোখ
আগুন নাকি অনন্ত লোভ
পিছন ফিরে হাঁটলে হঠাৎ
ভয় দেখাচ্ছে শূন্যতা ক্ষোভ

ছাব্বিশ	হঠাৎ কিছু বৃষ্টি হলে বিকেল বেলা কার
পড়ছে ঝরে নিমগাছে কার ফুলের মত প্রেম
তারার সাথে তারই কিছু নীরব ভালোবাসা

কার কি থাকে অন্ধকারে কাঁকন পরা হাতে
দু চোখে যার সন্ধ্যো নামে বাঁধের পাড়ে বেলা
তার সে কালো ভুরুর মাঝে আমার প্রিয় খেলা

সাতাশ মাটিতে লক্ষ ঘাস জেগে ওঠে
পাহাড়ে হাজার বৃক্ষ মেঘ
ভাঙা বুক ভাঙা খেলা ঘরদোর
বৃষ্টির ছাঁটে পুরানো আবেগ
ফিরে আসে কেউ প্রিয় পরবাসে
নিত্য অসুখে অবাক মূক
তবু পিছু চাওয়া আসঙ্গ প্রেমে
জলে কাঁপে ঢেউ মিথ্যে সুখ

আঠাশ নষ্ট প্রেমের কষ্টের মত কিছু
ছড়িয়ে পড়েছে বুঝিবা কোথাও ভুল
না হলে এই যে সাধারণ ছোট বুকে
এত অকারণ কেন যে ঝরেছে ফুল
মাটির ফাটলে গভীর রাতের শীত
কি যে অবসাদ অনেক ভুলের পথে
মিথুন মূর্তি আঁধার আড়ালে ভয়
শুধু অভিমান মসৃণ মৃত মথ

উনত্রিশ যতই মৃত্যু আসুক ঘরের মাঝে
যতই বাজাক ঘন ঘন করতালি
রইবে তবুও এইখানে ছিল যত
মান অভিমান ভালোবাসা চোখে বালি

ত্রিশ একদিন কোন নিজের সহসা ভোরে
কেউ ডেকে যাবে বলে অপেক্ষা হোল
ঘুমের ভিতরে শুনেছি কখন পাখি
বলে গেছে চাঁদ ডুবেছে দুয়ার খোল

একত্রিশ বলেছিলুম ছিঃ
উঠোন থেকে কুড়িয়ে নিলি
ঝরাপাতা না কি
হঠাৎ এসেছি
তাই বলে তুই দিন দুপুরে
দুয়ার দিলি কি
কেউ কি এত একা
কেউ কিছু না এমনি ফাঁকা
দুপুর জুড়ে দেখা
এবার তবে যা
এখন ভরা শীত নেমেছে
অল্প রোদে পা

বত্রিশ যুদ্ধ মানে জীবন যাপন
কিম্বা কাঁদা হাসা
হাজার মাটি জল ঝরে যায়
স্মৃতিই কীর্ত্তিনাশা
আকণ্ঠ সুখ অনেক মৃত্যু
এমনি ভালোবাসা
যাওয়া মানেই যাওয়া নয়তো
কেবল ফিরে আসা

তেত্রিশ হঠাৎ যদি শ্রাবণ এলোমেলো
বাদল দিন মাথায় নিয়ে আসে
ভাসিয়ে দেয় সাজানো ঘরবাড়ি
সারাটা পথ যদিবা ডুবে যায়
তবুও তার শাসন মেনে নেব

চৌত্রিশ কোন বিকেলে ফুল দিয়েছিস ডুব দিয়েছিস জলে
এবারে কোন সহজ রঙে রূপ দেখাবি ছলে
না হয় যাবো কোন সুদূরে যাওয়ার মত আসা
তবুও তোর উঠোন জুড়ে জাগুক ভালোবাসা

পঁয়ত্রিশ সহস্র দিক রইল খোলা যাও
যেমন ইচ্ছে দু চোখ রাখো খুলে
এপাশে জল অনেক মাটি ক্ষয়
ওপাশে স্থল অজস্র সঞ্চয়

ছত্রিশ সখি আমার সোনার পুতুল তুই
তোকেই নিয়ে অন্ধকারে একলা ঘরে শুই
সখি আমার পরাণ ভরে বিষ
তুই ছাড়া এই অঙ্গ শুধু জ্বলে অহর্নিশ

সখি আমার বৃষ্টি এবং ফুল
অথবা তুই সারাজীবন সাধের প্রিয় ভুল
সখি আমার বিসর্জনে জল
অথবা তুই পুষ্পবনে অশ্রুতে টলটল

রহস্য

সমস্ত রহস্য একদিন শেষ হয়
খালিঘর পড়ে থাকে শুধু
মেঝেতে পায়ের ছাপ আলতার রঙ
ভাঙা স্মৃতি পড়ে থাকে ছতিচ্ছন্ন খুব

সমস্ত রহস্য একদিন নিয়ে যায় নির্জন অরণ্যে
যেখানে কেবল হেমন্ত ঋতু কেবল হলুদ হয়ে পাতাঝরা
নারীর সকল কিছু সভয়ে সঙ্কিত দিনরাত ভাঙচুর
এই কি গভীরতর সচ্ছন্ন বিষাদ

একদিন এইটুকু রহস্যের কাছে ভিক্ষা ছিল
অপেক্ষার অন্য নাম বুঝি রক্তপাত
সেই রহস্যের শেষে সবকিছু কেবল ভাসান
বিচ্ছেদ না হলে কোন উৎসব সাজে না

কবির নিজস্ব কিছু

কবির নিজস্ব কিছু দুঃখ থাকে
যার জন্য নিজেকে টুকরো করে পথময় নিজেকে ছড়ায়
ভাঙতে ভাঙতে অন্ধকারে অবিরাম নিজেকে হারায়
পুড়তে পুড়তে একবারে একা হয়ে যায়

কবির নিজস্ব কিছু দুঃখ থাকে
যার জন্য সংসার বিযুক্ত করে তাকে
প্রতিদিন দুঃখ বাড়ে প্রতিদিন দুঃখের যোগ্য হতে হয়
বিশাল প্রকৃতি জুড়ে যে মহান অনির্বাণ খেলা চলে রঙ ও রসের
তার সাথে যতটুকু যোগ
সেটুকুই প্রকৃত জীবন

এ রকম জানে বলে কবির নিজস্ব কিছু দুঃখ চিরকাল
চিরদিন ইন্দ্রনীল মণিময় বুকের আকাশ

তুমি জেগে উঠবে বলে

তুমি জেগে উঠবে বলে আমি সারারাত জেগে থাকি
বাইরে ফুলের গন্ধ ছুটোছুটি করে
আমি তার বিষণ্ণতা নিয়ে চমৎকার বসত বানাই

তুমি জেগে উঠবে একদিন সশরীরে স্রোতের প্রপাতে
তোমার পায়ের নীচে আমি তার গন্ধ ও নির্জনতা নেব

আমাকে বিস্মিত করে যে বাতাবী বন সহস্র বিস্তারে
তেমনি জাগাবে তুমি যেন এক সোনার পুতুল
আমাকে সমূহ জিতে নেবে
তারপর বিদায় বিদায়

পিতা

আমি তাঁকে চিনি
তিনি জন্ম দিয়েছেন এবং এখনো
প্রতিদিন দৃষ্টি দিয়ে স্নেহের আশ্রয় ছড়ান

অনেক বয়স হল
চোখের ভুরুতে ভাঁজ
চুলে পাক এলোমেলো লাঠি
তবু ঘরে ফেরবার দিন কানে বাজে সেই ডাক
খোকা এলি নাকি

আমি আজন্ম অযত্নে লালিত সেই পুরুষটির
অপার ভালোবাসা পান করি
স্নেহ কি ক্ষুধার্ত খুব বেশী
তাঁর দু চোখ ভরা ফুলের নরম আমাকে ভরায়
সে আমার বেড়ে ওঠা সেই বেঁচে থাকা

আমি তাঁর জন্মান্তরে নূতন মানুষ
ছতিচ্ছন্ন বুকে বুঝি বৃষ্টির মতন
ঘরে ফিরলে ব্যস্ত হওয়া এ বয়সে তাঁকেই মানায়
আসন্ন তিরিশেও তাঁর কাছে আমি খোকা
এ আমার শৈশবের ঋণ

ঘর ছেড়ে এলে ফের কানে কানে বাজে পরবাসে
চৈত্রের অন্ধকার মাঠে তাঁর হাতে কাঁপা লণ্ঠনের আলো
ফিস ফিস উচ্চারণ
বাইরে যাচ্ছো খুব সাবধানে থেকো

প্রতিদিন কবি

[রেণু ও সুকান্ত দাশ প্রীতিভাজনেষু]

প্রতিদিন ছেড়ে যায় রাত্রে ফিরে আসে
অন্ধকার ঘর পাঁচীলে জড়ানো লতা
ঘাটের উপরে কার অসমাপ্ত ঘুম
সেই কবি
যার কাছে হাওয়ার বিস্তার নিয়ে ভেসে আসে স্মৃতি
নিজেকে ভোলার চেয়ে আর কোন মূর্খতা নেই
কবিকে সরিয়ে রাখবে কে
এমন কৌশল নেই কারো
যতদিন মাটির ওপরে পা চোখের ভিতরে ঝাপসা পথ
সে পথে কবিও হেঁটে যায়
যাবার সময় বলে যায়
যদি ফিরি ফেরার সময় দেখা হবে
নিজেই জানে না কেন অপেক্ষায় বৃক্ষের মাথায় বাড়ে রাত
স্বপ্নের ভিতরে কোন অসম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে খুব অসহায়
কবি তার কিছুই জানে না

এই ভাবে প্রতিদিন কবির ভিতরে
দূরের নদীর মত বয়ে যাওয়া জলে তার স্মৃতি
কিছু রক্তপাত কোন গল্পের পত্তন উড়ে যায়
হেমন্তের হলুদাভ পাতায় পাতায়
প্রতি রাত্রে সেই কবি
আদিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু চরাচরে ম্লান কুয়াশায়
গভীর নৈঃশব্দ নিয়ে চেয়ে থাকে
কতদূর আর কত দূর কেউ তার ঠিকানা জানে না

প্রতিবার ছেড়ে যায় সবকিছু রাত্রে ফিরে আসে
সারারাত হিম পড়ে টুপটাপ টুপটাপ মাথার ওপর
কবি বসে থাকে
পাশাপাশি কেউ নেই একা বড় একা

একাত্তর

নদী

তোমাকে দেখেছি বলে এই জীবনের বহু ঋণ
তোমার জলের নীচে যে রকম
মাছেরা সহজে ঘোরে ফেরে
মানুষেরা সেরকম নয়
তোমার কথার ভাষা মানুষইবা কতটুকু জানে
অথচ বিস্ময় আছে থাকে
তোমাকে যে অল্প জ্যোৎস্নার জলে
পাথরের ভাঙা চোরা শামুকের খোলে ও বালিতে
দেখে নেয় চুপি চুপি
তার নাম আজো নির্জনতা
তাকেই দিয়েছ তুমি পৃথিবীর বাইরে এক অন্য পৃথিবী
মানুষেরা সে রকম পৃথিবী চেনেনা
চেনেনা বলেই তার লোভ যেন সাপের চেয়েও বিষধর
শুধু ফণা তোলে শুধু অহরহ খোলস ছড়ায়

তোমার কি নাম নদী
এইটুকু শব্দে তুমি ধরে রাখো অনন্ত আকাশ
যে জানে সে জেনে নেয় জীবনের অন্য নাম নদী

মানুষ তবুও বুঝি কখনো কখনো বড় একা
তখনি নদীই তাকে অলৌকিক শব্দের ঠিকানা বলে দেয়
সে সময় আমাদের শব্দ দিয়ে কথা দিয়ে যদি
তোমাকে বিঘ্নিত করে থাকি
তোমার সারল্য দিয়ে তুমি তাকে ক্ষমা করে যেও

নারী

আমাকে বিশ্বাস দিয়ে বাধ্য করে নেবে
ভালোবাসা দিয়ে সমূহ জয় করে নেবে
এ রকম প্রতিশ্রুতি ছিল কারো
কে সেই সহজ নারী সহস্র সংশয় নিয়ে তবু
কোন এক পৃথিবীর গন্ধ দিয়ে যাবে
রমণীর অভিধান আজো লিখিত হয়নি জানা গেছে জানা যাবে আরো
তবুও দারুণ শীতে আগুনের জন্য রাত জাগা
নারী কি আগুন নাকি
তাই তার বাধ্যতা মানার কথা ছিল
তবে নাও কই এসো
এই আমি তুলে নিচ্ছি আমার সকল পরিচয়
রাত বাড়ে রাত বেড়ে যাবে প্রতিদিন
সহস্র বৎসরের খুব পুরাতন পৃথিবীতে তবুও কেন যে
মাইল মাইল জুড়ে অবিশ্বাস দিক বদলের ছায়া ফেলে
হে নারী তোমার তো কথা ছিল
বিশ্বাস দিয়ে বাধ্য করে নেওয়া
জিতে নেওয়া সজীব পুতুল

কি যেন চেয়েছি

কি যেন চেয়েছি বলে দিনরাত সবকিছু ছেড়ে যেতে হয়
এইসব মাটির উঠোন মাটি হাসির আড়ালে স্মৃতি জল
কি যেন চেয়েছি তাই দিনরাত ছায়া বাড়ে শুধু
তারো চেয়ে বেশী বাড়ে ভয়

অথচ সম্মুখে দেখি পাথরের বুক ভেঙে
কেমন সবুজ পুষ্পিত লতা দোলে
তার কাছে রোদ এসে অনন্ত রহস্যের কথা বলে
পাখি তার অসমাপ্ত গানটুকু গায়
আমি শুধু পথে পথে ধূলোপায়ে হেঁটে যেতে যেতে
সেই রহস্যের অহমিকা ছুঁতে চাই

সেই বিষণ্নতা আমাকে নদীর নিকটে নিয়ে যায়
আমি শব্দহীন শব্দময়তায়
সারারাত আকাশের নীচে একা দাঁড়িয়ে রয়েছি

চোখের ভিতরে বৃষ্টি রক্তের ভিতরে বড় খোঁজাখুঁজি
প্রতিদিন সূর্য ডুবে যায়
কি যেন চেয়েছি বলে এমন কাঙাল

কাঙাল

প্রতিদিন যেতে হয় বলে ফিরে আসি
কথা ছিল শীত শেষে বসন্তের উত্তাপ এসে যাবে
আমি সেই কাঞ্চন বৃক্ষের নীচে যাবো
সমর্পণের জন্য ডেকে উঠবো চন্দনা চন্দনা

নারীরা তো যতখন কাছে থাকে ততটুকু নারী
চলে গেলে বিস্তৃত চরাচর জুড়ে নদী
তোর কাছে যেতে হয় বলে ফিরে আসি

বিশ্বের শক্তির সঙ্গে তোর খুব যোগ
না হলে স্বপ্নের মধ্যে তোকে ছুঁলে
সারাদিন এমন আচ্ছন্নের মত কেউ হেঁটে যেতে পারে
তাবৎ ধ্বংসের মাঝে তোর খেলাসান
এবং সৃষ্টির মধ্যে তোর অভিমান

আমি তোকে পেতে চাই বসন্তের পুষ্প সমারোহে
ভয়াবহ খরা ও বন্যায়
সমস্ত হৃদয় ছিঁড়ে খুঁড়ে ডেকে উঠবো চন্দনা চন্দনা
বিশ্ব চরাচর জুড়ে তুই দিবি আমাকে উদ্ধার
প্রতিদিন ছেড়ে যাবো প্রতিদিন ফিরে এসে তোর কাছে একলা কাঙাল

বালক

[সুজিত, কার্ত্তিক, স্বপন প্রীতিভাজনেষু]

আমি সেই বালকটির কাছে যাবো
কেননা সে জানে জীবন মানেই
খুবই সহজে নদীর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ানো
সারাটা দুপুর সে কঞ্চি হাতে বাঁশ বনে ছায়ায় ছায়ায়
বিছুতিলতার সাথে কথা বলে
মাটিকে বসতে বলে চুপ
প্রজাপতি শাসনে ওড়ায
তার সাথে শঙ্খ চিলটির খুব ভাব
চালতা তলায় তার স্বায়ত্ত শাসন
একা একা সারাটা দুপুর তার সুখের উৎসব
তার কাছে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত রেল লাইনের পারে বনকুল ঝোপ
ভিড়ুল উড়লে তার রক্তের বিস্ময়
শেষ সত্য আকাশে বকের যাওয়া আসা
আমি তার কাছে যাবো
আমার স্বপ্নের মধ্যে তার সেই আশ্চর্য ভ্রমণ

প্রেম

তুই একবার কাছে ডাকলে আমি সহস্রবার কাছে আসি
ফিরতে বললেই ফিরে যাই
তুইতো মেঘের মত আকাশে ছড়ালে
বৃষ্টি হবে বলে আমি বুক পেতে দিই

তোকে ডাকতে ডাকতে টের পাই
শব্দের স্বীকৃতি ছাড়া সম্পন্ন বিপ্লব নেই কোন
হাহাকার ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু মুগ্ধতা নেই
তোকে শুধু নারী বলে ডাকি
এমন মূর্খতা আমি সইতে জানিনা
তোর মানে তুই কিম্বা কেবল শূন্যতা
তুই ছাড়া পৃথিবীর সব কিছু বড় বেমানান

বিষাদ

[পার্বতী ও কল্পনা বৌঠানকে]

দুঃখ যখন শরীরে শরীরে হাওয়া
সহস্র নীল জলের তলায় একা
মাছের মতন গভীর সহজে যাওয়া
কিছুতেই কিছু হয়না তখন দেখা

কোথায় কখন নদীর কিনারে বনে
নারী তার খুব অভিমানে চোখ ভিজে
শেষ সীমানায় উদাসীন প্রিয় মনে
সংগোপনের ইতিহাসে একা নিজে

এইভাবে ভীড় বুকের আড়ালে ছায়া
দূর দিগন্তে ম্লান জোছনায় হাসি
বিরহ ব্যথায় কবির অজানা মায়া
অনেক সুখের সন্ধানে পরবাসী
তারপরে খুব নির্জনে নামে চুল
তখনি জেগেছে বিষাদের বুলবুল

তোমার জন্য—দুই

তোমার জন্য আজো আমার অনেক কথা রয়ে গেল
প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় ডিম লাল রঙ
সে যেন তোমারই জন্য এতদিন প্রস্তুত হয়েছে
তোমাকে তা দেখানো গেলনা

যখন প্রখর বৃষ্টি পুকুর পাড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে নামে
যজ্ঞ ডুমুরের পাতাও বুঝি মসৃণ হয়ে ওঠে
তখন তোমার জন্য এ রকম বৃষ্টিপাত সর্বত্র মনে হয়
তোমাকে তা আজো দেখানো গেলনা

প্রতিটি বছর আমার বয়সের ভিতর শিউলি ঝরে টুপটাপ টুপটাপ
তার বোঁটার রঙ যেন আমারই কল্পনায় আঁকা ছিল
যখন আমার বয়স পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি
তবু সে রকম অপরূপ শরৎ সকাল
তোমাকে দেখানো গেলনা

কল্পলোকের কোন নক্ষত্র সীমার উজ্জ্বলতা
সারাটা রাত ঘিরে থাকে আমার অন্ধকার আমার সমগ্র অতীত
তার সবিশেষ স্মৃতিরা আজো ফুলের পাপড়ি হয়ে থাকে
আমার মায়ের কাছে পাওয়া কিছু মধুর শিলালিপি
আমাকে বনজ গন্ধের স্বাদে ফাল্গুন চৈত্রের কাছে নিয়ে যায়
তার মমতাময় আদরের ডাক
ঘরে ফেরবার সেই সহজ পথ সেই অপূর্ব দহন
আজো তোমাকে তা বলাই হলনা

মৃত্যু

পাহাড়তলির হাওয়া এসে দেখে যত
রোদ ছিল সব মানুষেরা লুটে গেছে
শীতের আড়ালে যত ছিল লোভ স্মৃতি
সবাই সবার গোপনে লালিত করে

এর নাম বুঝি মহামারী কোন দূর
অজানা ভয়ের অস্থির দাপাদাপি
সেখানে মানুষ যতখন পারে থাকে
পরক্ষণেই একা একা পথ হাঁটে

এভাবেই বুঝি মানুষ কিম্বা এই
পৃথিবীর সব গভীর অসুখে ভোগে
ভাবে বাঁধা ঘর আজীবন থেকে যাবে
অথচ মৃত্যু শীতের মতই নামে

ইঙ্গিত মাত্র

এখনো ইঙ্গিত মাত্র সবকিছু ছেড়ে যেতে পারি
তার জন্য নিতে পারি নির্বাসন খুব অনায়াসে
সংসারী লোকেরা যাকে পরিত্রাণ জানে
আমি তাকে অবহেলা জানি
মাথায় জলন্ত সূর্য চোখে থাক সপ্ত অশ্বারোহী
আমি দূর করে সব মিথ্যে জলাশয়
কলমিলতার মত নারীদের রহস্য ভুলে যাবো
নারী শুধু নারী নয় মধ্যাহ্নের খর রোদে ফুটে থাকা ফুল
তাকে দেব পদ্মবনে নির্ঘুম ভ্রমর

যতবার পুষ্পবনে উদ্দাম হাওয়ার চলাচল
ততদিন আমি কোন সংশয় জানি না
সুন্দরের বিকল্প শুধু সুন্দর
তার চেয়ে বেশী বুঝি বিরুদ্ধাচরণ

যেমন স্বপ্নের মধ্যে বৃষ্টিপাত আশ্চর্য্য ভ্রমণ
তেমন ইঙ্গিত মাত্র সবকিছু ছেড়ে যেতে পারি

এইসব নিজস্বতা

[গৌরাঙ্গ ভৌমিক শ্রদ্ধাভাজনেষু]

কিছু কিছু অহংকার থাক
যেমন নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকা
অথবা ঘুমের মাঝে কারো তিরস্কার
কিছু কিছু অভিমান ভালো
যেমন ষ্টেশনে আসবার আগে ট্রেণ চলে গেলে
দূরের হুইশেল বাজে দূরে
কোথাও যাবার ছিল আজো হলনা
কিছু কিছু অসংলগ্নতা তবুও জানায়
যেমন নাছোড়বান্দা পাখি
বন ছেড়ে বার বার কার্নিশে ডাকে
কোন কোন ভয় বুঝি এখনো বিস্ময়
যেমন পুষ্পবনে কামনার অত্যাচার
অথবা তেমনি পদ্ম জলাশয়ে
নীচে যায় সোনালী সাপ ওপরে ভ্রমর

দৃশ্য

[ঈশ্বর ত্রিপাঠী শ্রদ্ধাভাজনেষু]

একটি দৃশ্যের কথা বার বার মনে পড়েঃ

একজন জার্মাণ সৈনিক যুদ্ধের সময়
আবছা আলোয় একটি ক্ষুধার্ত্ত মেয়ের
He was nuzzling breast
অথচ মেয়েটির সেইদিকে কোনরূপ খেয়ালই ছিলনা
কেননা তখন তার হাতে তিনদিন না খাওয়ার পর
সৈনিকের উচ্ছিষ্ট খাবার এসেছিল

এই দৃশ্যটির কথা বারবার মনে পড়ে
মনে হয় আমিও তো এমনি ভিখিরী
একটুখানি ভালোবাসা পেলে কোন কিছু খেয়ালই থাকেনা

যখন তখন প্রস্তুতিবিহীন

[শ্যামসুন্দর শুকুল শ্রদ্ধাভাজনেষু]

যখন তখন প্রস্তুতিবিহীন ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় নিঃসঙ্গতা নিয়ে
মানুষ কেন যে যায় কোথা যায় কাকে খোঁজে কেন হাহাকার
জ্যোৎস্নায় অরণ্য জুড়ে যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে
কার সঙ্গে যুদ্ধ মানুষের
নিজের ভিতরে এত কোলাহল
একা একা নিজের বিরুদ্ধে বড রক্তপাত
অথচ কখন দেখি বাইরে বৃষ্টির পর চেনা পথে অনেক অচেনা খেলাঘর
দূরাগত পদধ্বনি শুনি

অতঃপর বনান্তরে পাতা ঝরে যাবে তবু
বসন্তের লালরঙে ফুটে থাকবে ঢের বুনো ফুল
তেমনি জ্যোৎস্নার মাঝে রমণীরা যোগ্য হয়ে রবে
তবুও মানুষ বুঝি যখন তখন প্রস্তুতিবিহীন চলে যাবে
অপরূপ নিঃসঙ্গতা নিয়ে

আশি

ফেরা

যতবার যাই তারো বেশী ফিরে আসি
এভাবেই বাঁচা ঘুমের ভিতরে ভয়
কে যেন হঠাৎ ডাকাডাকি করে গেলে
মনে হয় বুঝি যাবার সময় হল

এখনো বাইরে কাঁটালি চাঁপার ছায়া
পুকুরের পাড়ে পলাশের লালরঙ
মানুষের যত হারানোর ব্যথা নীল
তার মাঝে জাগে সবিশেষ নীরবতা

অনেক হাজার বছরের ইতিহাসে
পৃথিবীর ঢের বিদায় জানানো হল
কতবার মাঝি খেয়াপারাপারে একা
নিয়ে গেছে কাকে দূরতম দেশে কারো

তবুও মানুষ কেনযে এমন রিক্ত
কতযে সবার চরাচর জুড়ে চিহ্ন
অথচ কোথাও গেলেই ফিরতে হয়েছে
কেউ নেই কেউ থাকেনা শুধুই ফেরা

ভ্রম

ঘরের ভিতরে সেই নারী শুয়ে আছে
নাভি মূলে স্বর্ণ বর্ণ সাপ
হয়ত পাতাল থেকে উঠে এসেছিল
সমস্ত শরীরে শীতলতা
জিভে বিষ আদি শূন্যতার

চাইলে সহস্র বার না চাইলে অযথা বহু বেশী
অনেক দিয়েছি তবু ভালোবাসা কই
আমি তো মাটির রাজা প্রতিদিন ঘামে গলে যাই
ভালোবাসা বলতে বুঝি বিনা শর্তে আত্ম সমর্পণ
তবু কারো সাড়া নেই
নিরুচ্চার কোলাহলে স্মৃতি ও বিস্মৃতি বনবাস
ভেতরে পায়ের শব্দ বাইরে কোলাহল নিজ বুকে
শ্বেত পুষ্পের পাপড়ি ঝরে পড়ে
অকস্মাৎ ভ্রমের মধ্যে পাখি ডানা ঝাপটায়

যে জেনেছে চুম্বনের স্বাদ

[মৃণাল বণিক প্রীতিভাজনেষু]

উলুখড় জলে ভেসে যায়
আমি সেই জলকে ছুঁয়েছি
কিম্বা যার অন্য নাম কারো অশ্রুপাত

হয়তো অনেক দিন আগে
মশারির নীচে কেউ শুয়েছিল রাতে
তারপর নদী তাকে ডেকে নিয়ে গেছে একদিন
সেই থেকে মৌরীক্ষেতে অবিরাম ঝড
জন্মের রহস্য তাকে দিয়ে গেছে নামহীন কোন নির্বাসন

প্রাণের ভিতরে প্রাণ চলাচল স্রোত
সেই স্রোতে পলি জমে বেড়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো পাথর
তার নাম ভালোবাসা অথবা গোপন চোখে জল
আমি সেই জল আর রমণীর চিবুক ছুঁয়েছি
যে জেনেছে চুম্বনের স্বাদ
তার কাছে জল কোন জল নয়
অশ্রুপাত অশ্রুরও অধিক

দহন

কাল সারাদিন বুকের গভীরে নদী উথালপাতাল
তাকেই বন্যা বলে ডাকি

কাল সারারাত জ্যোৎস্নায় ঘর পুড়েছিল
তাকেই দহন বলে জানি

এরূপ দহনে মাটি
এরকম বন্যায় পথ ভেসে গেছে

তারপর যে রকম নিঃশব্দে পাতা খসে
সে রকম গল্পের ভিতরে গল্প
সারাটা সকাল বড় একা

খোদিত

দিনরাত হাত নাড়ো
সে তোমার কাছে ডাকা
নাকি সারাখন বিদায় জানাও

আমি তো ভ্রমের ঘোরে
রাজা সাজি মাটিতে মায়ায়
তারপর ঘামে গলে যাই

দিনরাত হাত নাড়ো
সহজ যাওয়ার জন্য কাঠবিড়ালীর কাছে
ঋণ পেলে ভালো হত খুব
আমার মাটির মুখ জলে ভেসে গেলে
পাথরে খোদিত হও তুমি

একা

কেউ নয় কিছু নয় এ রকম সারাটা বয়স
ছায়া আর ছায়া আর বুকের ভাসানে এত জল
তবু কোন শীতলতা নয়

কোথাও কিছুই নেই শুধু নির্বাসন
এই সব খেলাঘর সব ভেঙে যাবে
তবু পথ হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের আলো কিম্বা বাবলার ফুল
সেটুকুর জন্য বড় সাধ

প্রতিদিন রণক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ
প্রতিদিন রক্তপাত চোখের ভিতরে বৃষ্টি
রক্তের ভিতরে ভয় ভয়ের গভীরে গাঢ় ঘুম

তারপর একদিন চলে যাওয়া নাকি সবকিছু শুধু ছেড়ে যাওয়া
অবয়বহীন ঝরে পড়া বৃষ্টির ভিতর
কিম্বা কুয়াশায় পাতার ওপরে মাঠে
একা খুব একা

তোমার উপমা

তোমাকে ছুঁয়েছি বলে তোমার উত্তাপ আজো হাতে লেগে আছে
নির্ধারিত সময়ের আগে
দক্ষিণের জানালায় কোথাকার বিষণ্ণ চড়ুই
কিছু খড়কুটো রেখে গিয়েছিল

তারপর একা একা অনেক বিকেল
দুঃখকে চিনিনি দুঃখ
নদীকে দেখিনি কোন নদী
অকস্মাৎ দূরের জলের মত নীলরঙে তোমাকে ছুঁয়েছি
তুমি বুঝি জারুলের ফুল
ফুটে থাক সহস্র বৈশাখ

বিরুদ্ধাচরণ

আশ্রয় দিয়েছ বলে তুমিও কি স্তাবকতা চাও
ছুঁয়ে দেখ একদিন আমিও তোমাকে
প্রয়োজনে বৃষ্টি দিয়েছি
এখনো চিবুকে তার দাগ

এরকম পরস্পর নির্ভর করতেই হয়
হয় বলে জীবনের অন্য নাম স্মৃতি
কি দেখাবে রোদ কিম্বা জ্যোৎস্নার মাঝে
কিভাবে দৌড়ুতে হয় ঘ্রাণের ভিতর
সে রকম ঢের খেলা হল

আসলে তুমিও সত্য যতখন আমি
কিম্বা কেউই নও পরিচয় ছাড়া
তারজন্য স্তাবকতা চাও
তবে যাও
করতলে জমা হোক আমার নিজস্ব ভাঙা গড়া

বৃষ্টি বৃষ্টি

এমনি ভাবে বর্ষা নামে স্মৃতির মাঝে ঘুম
কামিনীফুলে উড়তেছিল বৃষ্টির মরশুম

ঘুম নামে না ঘুম নামে না এখন কত রাত
কেউ জেগে নেই নীল অভিমান গোপন অশ্রুপাত

ঘরের মাঝে ঘর থাকে না বুকের মাঠে ঘাস
নারীর দেহে স্রোতের নদী কূলের সর্বনাশ

পাখির নামে আকাশ জাগে ফুলের নামে নারী
বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি অবাক স্মৃতির চৌকীদারী

অরণ্য, ঘাস কিম্বা মানুষ

[হরিদাস আচার্য্য শ্রদ্ধাভাজনেষু]

অরণ্যের নিপুণতা শুধুমাত্র অরণ্যই জানে
মানুষ জানে না
মূলতঃ কিছুই খুব সাবলীল নয়
যতখন দৃষ্টির ভিতরে ছায়া অবিশ্বাস বিশাল ডানায় উড়ে যায়
মানুষের কি যেন চাইবার থাকে আজীবন
যাকে সে চেনে না জানে না কোন দিন
তবু পেতে হবে
তাই বুঝি অরণ্যের নিপুণতা কিম্বা ঘাসের নিবিড় বেড়ে ওঠা
অরণ্য অথবা ঘাস তারা জানে
মানুষ জানে না

ঝিল্লীর জন্য—এক

তেমনি একটি লোক প্রতিদিন বাইরে দাঁড়ায়
ঝিল্লীর চিঠি আসবে বলে
হাতের তালুতে ঘাম চোখে নীল উৎকণ্ঠার ছায়া

ক্রমে বেলা বাড়ে মাথার ওপরে ওড়ে কাক
পোষ্টম্যান পাশের বাড়িতে ডেকে যায়
চিঠি আছে চিঠি

সেই লোক তবুও দাঁড়িয়ে থাকে অমনস্ক খুব
চোখে তার বৃষ্টির ফোঁটার মত শ্বেত অভিমান

অন্য মানুষ জন তাকে কবি বলে ডাকে
অথচ ভুলেও কেউ নিকটে ডাকে না

ঝিল্লির জন্য – দুই

তেমনি সমস্ত রাত জলপ্রপাতের শব্দ বুকে বাজে
কার সাথে কবে যেন একবার দেখা হয়েছিল
তার যাওয়া আসা বহুবার হল

দূরের ঝিলের পাড়ে কোন পাখি
আবার আসবে ফিরে এরকম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল গাছের নিকট
অথচ সন্ধ্যে হয় প্রতিদিন
আলো ও ছায়ার কাছে ফুল আর কোন ফুল নয়

কবিরও যা কিছু থাকে তার চেয়ে বেশী চলে যায়
অন্ধকার ঘরে নিজেই আগুন জ্বেলে নিজেকে পোড়ায় সারারাত

কে আসে কেউ নয়
কে জাগে কেউ নয়
শুধু জলপ্রপাতের শব্দ বুকে বাজে পাহাড়তলির হাওয়া নিয়ে
সেরকম ধ্বনির ভিতরে ধ্বনি কবির ভিতরে হাহাকার

কেউ বুঝি কথা দিয়েছিল
তারপর কখন অলক্ষ্যে শুধু ব্যবধান বাড়ে

তাঁকে

[রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার শ্রদ্ধাভাজনেষু]

অনেক আঘাত সত্য
তারো চেয়ে বেশী সত্য তোমার হাতের ছোঁয়াটুকু
আমার মাটির মুখ প্রতিদিন রোদের উত্তাপে
শক্ত হয় পুড়ে লাল সারাটা দুপুর
অথবা রাত্রি জুড়ে অশ্রুপাতে
গলে যায় মাটির চিবুক কণ্ঠনালী

এত অন্ধকার জুড়ে অবিরাম খোঁজাখুঁজি
সাড়া দাও শব্দ হীন পুষ্প সমারোহে
তুমি আছ বিশ্বময় জগতের বাহির জগতে
অরণ্য পাহাড় জল গন্ধ স্বাদ স্পর্শের মাধ্যমে
তবুও সন্দেহ জাগে পাছে তুমি ছেড়ে গেছ হাত

এমন মূর্খতার জন্য আমি দায়ী
অথচ আনন্দ দিতে তুমিই সর্বত্র স্থির তোমার প্রকাশ
আমাকে আনন্দ দেবে তুমি তাই আমাকে চেয়েছ

প্রসন্ন দক্ষিণা

তারপর একদিন তুমি প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে মেতে ওঠ
আমার এতদিনের ঘরবাড়ি ভরে দাও উজ্জ্বল আলোয়
সমূহ বৃষ্টিপাত কিছু শুভ্র পদচারণায়
এযাবৎ যাকিছু অলস চলাচল ফের জেগে ওঠে

আমাকে দেখাবে বলে
তুমি হাতে নাও স্বর্গের আগুন
যুগপৎ সজীব পুতুল অন্য হাতে
গর্বিত হবার জন্য চোখে দাও ফসলের রঙ

আমি বুঝি কেউ নই
যতখন প্রসন্ন দক্ষিণা কাছে পাই
ততখন আমি শুদ্ধ বিশেষ ভ্রমর
বিশ্ব সংসার জুড়ে তুমি ফুল
চারপাশে উড়তে উড়তে আমি তাই জীবনের মানে জেনে নিই

পরিচয়

তখন ছিল না সংশয় শুধু কিছু ভয়
যেন বা কলমিলতা জল ঘিরে ছিল
জল নাকি এ শরীরে বয়সের ভার

কোনদিন দেখা হবে জেনে
কাকের পাখার মত অন্ধকারে নিজেকে ডেকেছি
প্রতিধ্বনি বেজেছিল
অথবা কেউ ডেকেছিল করুণ আহ্বানে

আহ্বান করুণ কেন
কেন তার উচ্চারণে এতই বিষাদ
যার মুখে ছায়া নামে সেই জানে বিকেলের রঙ কি রকম
কি রঙের ফুল ফোটে মাঠের ফাঁকায়

নির্জনতা ছিল
অরণ্যের ঘ্রাণ ছিল জ্যোৎস্নার তীব্র কামনায়
কামনায় সুখ বাড়ে তারো চেয়ে বেশী বাড়ে ধ্বংসের স্তূপ

এমন মানুষ আমি
কিছু কপটতা কিছু অভিমান
কয়েকটি পাতার মত জীবনের শেষ আসবাব
এখনো যাবার আগে
কতবার যাওয়া হল তবু যাওয়া হল না কোথাও

বুকের ভিতর

[কমল চক্রবর্ত্তী প্রীতিভাজনেষু]

বুকের ভিতর শিকলি ছিল ময়না পাখি ডাকতেছিল
ভাসতে ভাসতে ভাঙতে ভাঙতে হাজার ছড়া কাটতেছিল
হাওয়ার মাঝে উড়াল যত রক্তপাতে বৃষ্টি মুখর
রাত্রি কিম্বা নদীর স্রোতে মাঝির বিষাদ দুঃখ এবং
এমনি ভাবে কেউ জানে না কেমন একা জীবন যাপন
কাটতে পাথর বুক কেটেছে ছুটির ঘণ্টা বাজল কখন

বুকের ভিতর তবুও নারী প্রস্ফুটিত কদম্ব বন
বর্ষারাতে কার অভিসার বাহুর মাঝে পুত্তলিকা
এসব সাধে সংগোপনে নিজের ক্ষয়ে কাউকে গড়া
প্রদক্ষিণে সূর্য যত তারার আলো নষ্ট নদী
অজ্ঞাতবাস নিজের কাছে নিজের দূরে অসম্পূর্ণ
ভ্রমণ নিয়ে বিষণ্ণ দিন বিষণ্ণতায় আকাশ চূর্ণ

বুকের ভিতর শিকলি ছিল তবুও ছিল পাখির ওড়া
মাথার ওপর ঝরতেছিল কামিনী এবং কৃষ্ণচূড়া

তোমার জন্য—এক

সারাটাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি
সারাটারাত ঝরে পড়ছে কামিনী এবং শ্বেত করবী
সমস্ত পথ মাথার ওপর মেঘের ফেরা আকাশ জুড়ে
গাছ গাছালি পাখ পাখালি মাদার বনে ভিজছে পাতা
এমনি আমার বর্ষা ঋতু
এমনি আমার গেবস্থালী

একলা জাগা রাতের কাছে ঋণ বেড়ে যায় ঘুম নামে না
কোন সে বালক সেই গিয়েছে
ফিরলো না কেউ আজও ঘরে
যদিও খোলা দরজা রইল

সারা বিকেল ছুটির ঘণ্টা সমস্ত বুক বকুল তলা
গন্ধে ম ম কার অভিসার নাম জানি না মুখ চিনি না
তোমার নামে বন্যা রইল মাঠের মাঝে শস্য রইল
উঠোন জুড়ে সুখ দুঃখ ইচ্ছে মতন যাওয়া আসা

এমনি আমার বৃষ্টি বৃষ্টি বর্ষামুখর জীবন যাপন
তোমায় দিলুম পদ্মপাতা ভালোবাসার কদম্ববন

নদী কিম্বা নারী

শুধুমাত্র নদী কিম্বা নারী
মুছে দিতে পারে কারো শরীরের দাগ
চোখ জুড়ে ক্ষতচিহ্ন গোপন পাথরে রাখা পাপ
অন্ধকার রাত্রি কিম্বা অবলম্বনের শেষ হাত
এসব সকলি মানুষের
নিজস্ব ভ্রমের কিম্বা গোপন দুঃখের কিছু কথা
তথাপি বাতাসে ধুলোর মত
সার্বিক ছড়ানো আছে জীবনের নিজস্ব সংকেত
সেখানেই মানুষের নিজের স্বভাবে বেঁচে থাকা
অথবা যখনি কোন কাঁটাগাছে জ্যোৎস্নার আলো গাঁথা থাকে
যদি কেউ তাকে ছুঁতে গিয়ে বেড়ে যায় শরীরের দাগ
সে দাগ কেবল
নদী কিম্বা নারী আজো মুছে দিতে পারে

তুমি

খুরুসের মত ঠোঁট শিরীষ ফুলের মত মসৃণ গাল
সেখানে বৃষ্টির ছাঁট
সেখানে আজকে কার হবে বিসর্জন

তোমাকে দেখিনি বলে যতদিন অভিমান ছিল
তারো চেয়ে বেশী আছে ঋণ
যখন ঘুমের মাঝে স্বপ্ন ছিল আশ্চর্য্য পদ্মের বনে সাপ
তখনো তোমার জন্য আমার নিজস্ব কিছু ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানা ছিল

তারপর কখন বুঝিবা সারারাত
সাঁই বাবলার বনে ঝড় এসে ভেঙেছিল ডাল
পঙ্গপাল খেয়েছিল শস্যের শীষ
সে রকম সর্বনাশ সারাটা জীবন
কে তাকে উদ্ধার দেবে পৃথিবীর সহজ উদ্ধার

সেকথা তোমার জানা ছিল অথচ কেন যে
খুরুসের মত ঠোঁট শিরীষ ফুলের মত গালে
বৃষ্টির ছাঁটে কার বিসর্জন আজ

এইবার

সঙ্গে আছ কে
ঘরের ভিতরে মানুষ নাকি
ঘুমিয়ে আছ যে

ডাক দিয়েছে কেউ
সবার জন্য মাটির শস্য
সমুদ্দেরি ঢেউ

বাইরে এসেছি
ঘরের শত্রু ধ্বংস করতে
অস্ত্র এনেছি

এবার শুধু ফুল
ফোটাতে হবে সবার জন্য
সরিয়ে দিক ভুল

সঙ্গে আছ কে
সত্যিকারের জীবন দিয়ে
এঘর সাজাতে

লোকটা

লোকটা হাঁটে লোকটা হেঁটে যায়
সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি কাটে
পায়ের ধুলো জানান দিচ্ছে মাটি
চোখের তারায় উদাস কাঁপা দিন

লোকটা হাঁটে লোকটা হেঁটে যায়
ক্ষ্যাপার মত ক্ষ্যাপাই নাকি হবে
কিম্বা কিছুই লাগছেনা তার ভালো
উঠোন বাড়ি এই যে নানা সুখে
কিম্বা অন্ধকারের যত ভুল
ঘর ছাড়াল পথ ভোলাল তাকে

লোকটা এমন উদোম খালি গায়
যেখান সেখান হঠাৎ হঠাৎ যায়
নদী কিম্বা পাহাড়তলির পথে
একা একাই একা একাই হাঁটে

দু চোখে তার পাখির যাওয়া আসা
বুকের মধ্যে সহস্র বৎসর
নদীর পাড়ে চুপটি বসে থাকে
ছয় ঋতু তার মাথায় ছায়া ফেলে

এমনি ভাবে লোকটা একা একা
সারাটা দিন উদোম খালি গায়
সারাজীবন লোকটা হেঁটে যায়

অশ্বমেধের ঘোড়া

জীবনজুড়ে জমেছে ভয় শরীর জুড়ে স্বেদ
কথার মালা হয়েছে গাঁথা মালার মাঝে ছেদ
নিয়ম নিয়ে মিথ্যে নানা হাজার অবসাদ
এসব ছিল আজো আছে শূন্য বাড়ি ছাদ

বয়সকালে শিখেছি বহু অবসরের ভুল
তাদের সাথে সময় ছিল নদীর জলে ফুল
ভাসিয়ে ছিল অচেনা মুখে অজানা ভীরু হাসি
অথচ ঘুমে এখন শুধু দূরের পরবাসী

সহসা কাল রাত্রি বেলা নেড়েছে কেউ কড়া
শুনেছি ডাক বধ্যভূমির দেখেছি ভাঙা গড়া
এবার তাই মিথ্যে স্মৃতি পেছনে রেখে আজ
যুদ্ধে যাবো প্রস্তুতি তার পরেছি রণসাজ
উড়াবো লাল নিশান হাতে রঙিন ফুলের তোড়া
যুদ্ধ জয়ের জন্য নেব অশ্বমেধের ঘোড়া

বসন্ত

বসন্ত তার হাওয়া আনে বিস্ময়
হি হি রোদ তছনছ করে ঘাস

কাপাসের বীজ শিমূলের যত লাল
উড়ে যায় নীল আকাশের কাছাকাছি

বসন্ত বুঝি নামহীন এক ঋতু
যেখানে শুধুই বর্ণনাহীন গাছ
পাতা খসে পাতা ভোরের শিশিরে ভাসে
সীমাহীন কোন দূরের গভীর ডাকে

বারবার ভাঙে শব্দ হরিৎ বনে
শব্দের ছোঁয়া যতটুকু অনুভব
ধরে রাখে তারো বিষণ্ণ উৎসবে
বাঁধা পড়ে যায় রাতের শরীরে ঘুম

মহাজাগতিক বিস্ময়ে চরাচর
সন্ধ্যে হলেই ডুবে যায় চুপি চুপি
কতবার আলো নিভে গেছে কতবার
ভুল ভাঙা ভুল চোখের দুধার ভেজা

কার ডাক কার হাতছানি ভালোবাসা
বসন্ত তবু মনে মনে খুব ফাঁকা
করে দিয়ে যায় অজস্রভাবে একা
রাতজেগে থাকে সঙ্গীবিহীন কবি

যতই দৃশ্য যত বসন্ত আসে
শুধু চোখে জাগে তুচ্ছতা এলোমেলো
মূল্যহীনের মূল্যের মাঝে শুনি
বেঁচে থাকা যেন মৃত্যুর বিশালতা

নিশ্চিত একদিন

এইভাবে একদিন নদীর চেয়েও দ্রুত চলে যাব
রোদের চেয়েও তাড়াতাড়ি নেমে আসবে পৃথিবীর সহজ আঁধার
এইখানে মাটির নির্জন ঘাসে
অজস্র ফুলের ভীড়ে ঝাঁক ঝাঁক হলুদ পাখিরা
ভরে রাখবে সারাপথ নদীর দুপাড়
তবু কেউ কোনদিন কারো
গোপন দুঃখের কথা জানবে না

এইভাবে যতদিন কেউ থাকে
তার শুধু ছায়া বাড়ে তার শুধু রিক্ত নির্বাসন
আচ্ছন্ন চোখের সামনে শব্দের বিস্তৃত মায়াজাল
মানুষের নিঃসঙ্গতা বুঝি তার জীবনের চেয়ে বহু বেশী
অথচ জীবন মানে শুধু
নিজেকে সার্বিক সুন্দর করে তোলা

এইভাবে দিন যায় দিন চলে যাবে
পায়ের নীচের মাটি মাথার ওপর মেঘ ভার
আরো ঢের অভিজ্ঞতা দেবে

তারপর সহসা কখন
যেমন পাখির ঠোঁট আলতো ভাবে তুলে নেয় পাপড়ির মধু
সেইভাবে আলগোছে অপূর্ব সুন্দর মহিমায়
মৃত্যু এসে তুলে নিয়ে যাবে একদিন